ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম মহিলা বিচারমন্ত্রী হচ্ছেন শাবানা মাহমুদ

সারে-জমিন

মানুষের সেবায় মমতা ছিলেন, আছেন, থাকবেন: ফিরহাদ

রূপসী বাংলা

বিশ্বের অনন্য সুফি-দার্শনিক শেইখ আবদুল কাদির জিলানি

সম্পাদকীয়

ইট ভাটায় ঢুকে শ্রমিকদের মারধর বিজেপি প্রধানের!

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৭ জুলাই, ২০২৪
২৩ আষাঢ় ১৪৩১
৩০ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

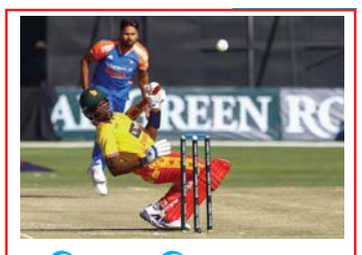

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল আফ্রিকান জিম্বাবুয়ে

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 182 ■ Daily APONZONE ■ 7 July 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সব রাজ্যে আগের মতো মেডিকেল প্রবেশিকা চালু করুক কেন্দ্র: ব্রাত্য

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শনিবার নিট বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। তার দাবি, রাজ্যগুলিকে আগের মতো মেডিকেল কোর্সের জন্য তাদের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস আয়োজিত প্রি-কাউন্সেলিং ফেয়ারের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, নিটের অনিয়ম ২৩ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বসু বলেন, তাঁর সরকার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে তবে এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তাঁর দাবি, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের আগে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে নিত। ব্রাত্য বসু অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের মনোভাব দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে। গণতন্ত্রে আপনি রাজ্য সরকারগুলির মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেন না, আপনি অ-বিজেপি সরকার দ্বারা পরিচালিত রাজ্যগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ব্রাত্য বসু বলেন, ইউজিসি-নেট পরীক্ষায় কেন্দ্রের ভুল পরিচালনা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক চাকরিপ্রার্থীর কেরিয়ারকে বিপন্ন করেছে।

কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে ইতিবাচক। দুর্গাপুজোর পর এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। মেলার উদ্বোধন করার সময় ব্রাত্য বসু ছাত্রছাত্রীদের যে কোনও কোর্স করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থানের সাথে সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, একজন শিক্ষার্থী এখন বর্তমান ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিষয় নির্বাচন করতে পারবে।

'অযোধ্যায় বিজেপি প্রার্থীর হার, ধর্মনিরপেক্ষতার জয়'

ভারত যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়, লোকসভা ভোটের ফলই প্রমাণ: অমর্ত্য সেন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সপ্তাহ খানেক আগে কলকাতায় পা দিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, ভারতবর্ষ যে হিন্দুরাষ্ট্র নয়, ভারতীয় ভোটারদের সেই মতের প্রতিফলন ঘটেছে লোকসভা ভোটে। সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল শনিবার। প্রায় প্রতি বছরের মতো এবছরও শনিবার প্রতীচী ট্রাস্ট (ইন্ডিয়া)-র পক্ষ থেকে 'কেন স্কুলে যাই: সহযোগিতার সহজ পাঠ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বোলপুরের জামবুনির একটি বেসরকারি আবাসনের সভাকক্ষে। এই আলোচনায় অংশ নেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জঁ দ্রেজ প্রমুখ। এই আলোচনা সভায় অংশ নেন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারাও।

এই আলোচনা সভায় অমর্ত্য সেন বলেন, দেশে এখন সর্বত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হল কী করে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো যায়। স্কুলে পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছে গিয়েছিল! ভারতকে কী ভাবে হিন্দুরাষ্ট্র করা যায় সেই আলোচনা হত। কিন্তু, আমাদের জানা দরকার, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য স্কুলের শিশুদের মধ্যে একেবারেই নেই। তাই দেশে লোকসভা নির্বাচনে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করার প্রচেষ্টা থেকে আটকানো গেল।

অমর্ত্য সেন মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব যে এখন দেশের ঐতিহ্যকে সুমহান করে তুলছে সে কথা স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, ভারতবর্ষ যে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, সেটারই প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনে। যা মানতে পারেননি অনেকেই। ওরা এটা মানতে পারল না যে, যেখানে বড় মন্দির (রামমন্দির) তৈরি হল, সেখানে এক জন ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রার্থী, হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার দাবি তোলা প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, ভারতবর্ষ একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নয়, তবে বহু ধর্মের দেশ তো বটেই। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ধর্মের নামে ভারতে এখন বিভাজন বাড়ছে। জোর করে বুলি আওড়ানোর চেষ্টা, মারধরের রাজনীতি চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এখন দেশে প্রয়োজন মানবাধিকার শিক্ষার। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অন্য দিক হওয়া উচিত। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মোকাবিলায় মানবাধিকার শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, ধর্মের নামে ভারতে এখন বিভাজন বাড়ছে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতার প্রচলন তথা দেশের সংবিধান বদলানোর প্রয়াস সম্পর্কে অমর্ত্য সেন বলেন, একটা সংবিধান বদলাতে গেলে যে ধরনের আলোচনা দরকার, সেগুলো হয়নি। সেটা আফসোসের বিষয়। আরও আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। সেই আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। মণিপুরে সমস্যা আর মধ্যপ্রদেশে সমস্যা নিশ্চই এক নয়, তা বোঝাতে আমাদের অনেক আলোচনা করা উচিত ছিল। ক্ষমতার বলে হঠাৎ করে বিল পাশ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এটাকে খুব শুভ পরিবর্তন বলে মনে করেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।

বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরুজ্জীবনে মনমোহন সিংহের সরকারের আমলে তৈরি হওয়া 'নালন্দা মেন্টর গ্রুপ'-এর সভাপতি করা হয়েছি অমর্ত্য সেনকে। ২০১২ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য হন তিনি। আচার্য হিসাবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয় মোদী সরকারের জমানায়– ২০১৫ সালের জুলাই মাসে। সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের সম্প্রতি উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তাতে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ফেরেনি তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অমর্ত্য সেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতীচী ট্রাস্টের কোঅর্ডিনেটর সাবির আহমেদকে পাশে বসিয়ে অমর্ত্য সেন বলেন, বুদ্ধদেবের (গৌতম বুদ্ধ) থেকে নানা কিছুর শেখার আছে। নালন্দায় আগের সরকার আর বর্তমান সরকার কিছু করেনি। দেশের বেকার সমস্যা নিয়েও মুখ খোলেন অমর্ত্য সেন। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন তা জানিয়ে দেন। এ নিয়ে বলেন, শিক্ষায় জোর না-দিলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আর আক্ষেপ এই যে সেটা দেওয়া হচ্ছে না।

রাহুল কাল যাচ্ছেন বিধ্বস্ত মণিপুরে, মোদি যাচ্ছেন রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেদিন রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া সফরে যাচ্ছেন, সেদিনই সোমবার বিধ্বস্ত মণিপুরে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মণিপুর কংগ্রেসের সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্র সিং সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, রাহুল গান্ধি সোমবার মণিপুরে যাবেন এবং রাজ্যে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করবেন।

এক বছর আগে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার পর থেকে মোদি আর মণিপুরে যাননি। মায়ানমার সীমান্তবর্তী ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই রাজ্যে দুই শতাধিক মানুষ নিহত এবং ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি মণিপুরের থৌবাল থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল।

সোমবার মণিপুরে তাঁর প্রত্যাশিত সফরসূচিতে সকালে শিলচরে নামার কথা, অসমের ফুলেরতলে ত্রাণ শিবির ঘুরে মণিপুরের জিরিবামে, তারপর চুরাচাঁদপুর, তারপর মৈরাংয়ে ত্রাণ শিবিরে যাওয়ার কথা। সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা তাঁর। তার পরেই দিল্লি ফেরার কথা।

গুজরাতের সুরাতে ভেঙে পড়ল ৬তলা আবাসন, মৃত ১

আপনজন ডেস্ক: শনিবার গুজরাতের সুরাটের শচীন পালি গ্রামে একটি ছয়তলা ভবন ধসে পড়ে একজন মারা গেছেন এবং বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে এক নারীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ভবনটিতে ৩০টি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, যার মধ্যে পাঁচটিতে লোকেরা বসবাস করছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে ভয়াবহ দৃশ্যে দেখা যায়, আট বছর আগে নির্মিত ভবনটির অবশিষ্টাংশ রয়েছে- ধ্বংসস্তূপের পাহাড়ে কংক্রিটের স্ল্যাবের বড় বড় অংশ পড়ে আছে।

শনিবার বিকেলে ভবনটি ধসে পড়ার সময় পাঁচটি পরিবার ভবনের ভিতরে ছিল, যার ফলে বেশ কয়েকজন কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়াদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উঠে সন্ধ্যার দিকে একটি লাশ বের করেন। উদ্ধারকাজে লেগেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

প্রথম নজর

জমি বিবাদে মগরাহাটে মৃত্যু খুড়তুতো ভাইয়ের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার আমড়াতলা উত্তরপাড়ায় মারামারি সময় আহত হন আলাউদ্দিন সরকার নামে ৪২ বছরের এক ব্যক্তি। তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। অভিযোগের তীর ওই পরিবারে খুড়তুতো ভাইদের দিকে। জায়গা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন চলছিল পারিবারিক বিবাদ আজ সেই বিবাদ পৌঁছালো চরমে, ঠেলাঠেলি থেকে হাতাহাতি,পরে মারামারি,খুরতুতো ভাইদের মারে অসুস্থ হয়ে পড়েন আলাউদ্দিন সরকার। তড়িঘড়ি তাকে বাড়ির লোক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। ঘটনাস্থলে আসেন মগরাহাট থানার পুলিশ। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা পলাতক। কি নিয়ে আজকের মারামারির সূত্রপাত কারা ঐ প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

মতিঝিলে দুই গাড়ির সংঘর্ষে আহত ২

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলো দুজন। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ থানার মতিঝিল পেট্রোল পাম্প মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি চারচাকা গাড়ি মতিঝিল পার্ক থেকে বহরমপুরের রাস্তায় বাক নিচ্ছিল, অন্যদিকে দ্রুতগতিতে বহরমপুরের দিক থেকে আসা অপর একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই গাড়িটির। বহরমপুর দিক থেকে আসা গাড়ির চালক এবং যাত্রী আহত হন। তাদেরকে উদ্ধার করে লালবাগ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। যদিও তাদের নাম বা পরিচয় জানা যায়নি। অন্যদিকে ঘাতক গাড়ি দুটি আটক করেছে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার জেসিবি মেশিন গিয়ে গাড়ি দুটি সরিয়ে রাস্তার যানজট কমায়।

বাগনান থানার পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগনান

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে বাগনান থানার পুলিশকর্মীরা শনিবার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক প্রচার করলেন। যেখানে বাগনান থানার পুলিশ কর্মীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।বাগনান থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায়ের উপস্থিতিতে পুলিশ কর্মীরা একটি পদযাত্রা করেন। যেখানে প্লাকার্ড এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয় সকলেই যেন সরকারি আইন মেনে ও মাথায় হেলমেট পড়ে গাড়ি চালান। প্রশাসনের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এর ফলে বাগনান এলাকার সাধারন মানুষরা আরো বেশি সচেতন হবেন। পাশাপাশি কমবে দুর্ঘটনা।

শাসক-বিরোধী দলের সংঘর্ষে জখম দুই, উত্তেজনা রানীনগরে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যর পঞ্চায়েত নির্বাচনে থেকে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল মুর্শিদাবাদের রানীনগর বিধানসভা,ভোট মিটলেও কমেনি রাজনৈতিক হিংসা,সদ্য সমাপ্ত হয়েছে লোকসভা নির্বাচন তার পরে এবারও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক হিংসা।শনিবার সকালে হঠাৎই বোমার আওয়াজে ঘুম ভেংগে যায় এলাকাবাসীদের,স্থানীয় সূত্রে জানাযায় মুড়িমুরকির মত বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠে রাণীনগরের দেপুটিপাড়া গ্রাম।সেই বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হয় দুই তৃণমূল কর্মী আহতরা হলেন মুরসলিম মন্ডল ও জাহাঙ্গীর আলম মন্ডল।ঘটনায় আহত দের স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় গোধন পাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত দুজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন তাদের অবস্থার অবনতি হলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিসলা পুলিশ বাহিনী যান ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ ও রানীনগর থানার ওসি বিদ্যুৎ সরকার। এসডিপিও র উপস্থিতে চলে এলাকায় পুলিশি টহলদারি ।ঘটনায় শনিবার বিকেল পর্যন্ত ন জন কে আটক করে রানীনগর থানার পুলিশ বলে সূত্রে খবর।পুলিশের চেষ্টায় এলাকা স্বাভাবিক রয়েছে।যদিও এলাকায় পুলিশি পিকেট বসানো হয়েছে বলে খবর।

আহত তৃণমূল কর্মীরা জানান তাদের দলের এক ছেলেকে শুক্রবার বিকেলে মারধর করেন জোটের কর্মীরা সেই বিষয়ে শনিবার সকালে হঠাৎই জোট ও তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি তার পরে শুরু হয় বোমাবাজি আর সেই বোমাবাজিতে গুরুতর যখন হয় দুই তৃণমূল কর্মী ।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন জোট কর্মীরা তারা কিছুই জানেনা হঠাৎ করে তৃণমূলের লোকজন এসে বোমাবাজি করেন আর সেই বোমের আঘাতে জখম হন তৃণমূলের কর্মীরা।

যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রানীনগর থানার পুলিশ।

খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাঘরে শংসাপত্র প্রদান কর্মসূচি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নির্মল স্বনির্ভর দলের সংশা পত্র প্রদান কর্মসূচি। যে সকল গোষ্ঠীর মহিলাদের বাড়ি বাড়ি শৌচাগার আছে তাদের হাতেই আজ এই সংশা পত্র তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ৩২ হাজার জন সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি সেল্ফ হেল্প গ্রুপ রয়েছে প্রায় তিন হাজার এর বেশি। সেই প্রত্যেকটি গ্রুপের সদস্যদের আজ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠানে। পঞ্চায়েত সমিতি সহ জেলাশাসকের দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি করে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে।"সেফ অ্যাকসেস টু টয়লেট" যাতে তারা মেনে চলেন তার জন্য উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ। আজকের অনুষ্ঠান থেকে ৩০ জন সেলফ-হেল্প গ্রুপের সদস্যদের পাওয়া গিয়েছে তাদের বাড়িতে টয়লেট নেই। অতি দ্রুত অর্থাৎ এই মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই তাদের বাড়িতে টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খণ্ডঘোষ ব্লকের বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জি।

এছাড়াও এককভাবে বাড়িতে যদি জায়গা থাকে সেরকম ২২ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের শৌচালয় করার জন্য ১২০০০ টাকা প্রদান করা হবে জানালেন খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অভিক কুমার ব্যানার্জি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর শফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

২১শে জুলাইকে সামনে রেখে জয়নগরে সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,জেলা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ।

এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, একুশে জুলাই তৃণমূলের শহীদ স্মরণে অন্য বছরের মত এবছরেও আমাদেরকে সংগঠিত ভাবে যেতে হবে ধর্মতলায়। তাছাড়া কিভাবে এই দিবস কে পালন করা হবে সে বিষয়ে এদিন খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন বিধায়ক। এদিনের এই সভায় জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা, ৭ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই চলছে পরিষেবা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল দশা। ৭ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চলছে পরিষেবা। প্রশাসনকে একাধিকবার লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েও হয়নি কোনো কাজ। এলাকায় জমছে ক্ষোভ। হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুরে ২০১০ সালে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয় সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেখানে ৭ বছর ধরে চলে পরিষেবা। ২০১৭ সালের বন্যায় সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেঝে বসে গিয়ে ঘরের মধ্যে গর্ত হয়ে যায়। ফাটল দেখা দেয় ভবনে। সেই আতঙ্কে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা ভবন ছাড়তে বাধ্য হয়। পাশের এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে ৮ বছর ধরে দিয়ে আসছে পরিষেবা। যদিও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ী বলেন,পুরনো সু-স্বাস্থ্য ও উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরি করা হবে। নবান্ন থেকে নির্দেশ পেলেই নতুন ভবনের কাজ শুরু হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর -১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর,দক্ষিণ রামপুর ও আলিপুর তিন টি গ্রামের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সু- স্বাস্থ্য হচ্ছে এটি। ২০১৭ সালের বন্যায় সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেয়াল থেকে ইট খসে পড়তে শুরু করেছে। জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে ভবন। আস্তাকুঁড়ের জায়গা হয়ে উঠেছে ভবনটি। রাতে শেয়াল ও কুকুরের বাসায় পরিনত হয়েছে ভবনটি। সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে এই দশা বলে ক্ষোভ এলাকায়। মহেন্দ্রপুর সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমিউনিটি হেল্থ অফিসার সোনা খাতুন বলেন,ছোট একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে আমাদের পরিষেবা দিতে হয়।

সারা বছরে তিনটি গ্রামের প্রায় এক হাজারের বেশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পরিষেবা নিতে আসেন। আমরা একাধিকবার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ থেকে শুরু করে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিষয়টি জানিয়েছি। কেউ গুরুত্ব দেইনি।

হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন,সু- স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে মাটি ভরাট করে মেঝেটি করতে বলেছি এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককেও জানিয়েছি।

স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হুসেন ও নিহারুল আলিরা বলেন,এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরের দেওয়াল গুলিতে ধরেছে ফাটল। দেয়ালের উপরে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। ভেঙে গিয়েছে জানলা ও দরজা। এমনকী দেয়াল থেকে ইট খসে পড়ছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছে। এতে যে কোন সময় বিপত্তি ঘটতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ইন্দাসে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার জেলার ইন্দাস থানার রোল বকুলতলা এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর থেকে এক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ মৃত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম মাধব দে। বয়স ৫২ বছর। বাড়ি রোল বকুলতলা এলাকায় । স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় , মাধব দে টোটো চালাতেনএবং চায়ের দোকান করতেন। এদিন মাকে নিয়েই নিজের বাড়িতেই ছিলেন। আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। মধ্যরাতে বাড়ির সামনে রাজ্য সড়কের ওপর তার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ইন্দাস থানার পুলিশ । পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ।

পুকুর ভরাটের অভিযোগে সরব 'যুবশক্তি'র পুরুলিয়া কমিটি

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া শহরে বেআইনি ভাবে পুকুর ভরাটের কাজে যুক্ত জমি কারবারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুকুর সংস্কারের দাবীতে পুরুলিয়া জেলা শাসকের দ্বারস্থ যুবশক্তির পুরুলিয়া শহর কমিটি।

আস্ত একটি পুকুর উধাও। শুনে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। পুরুলিয়া শহরের ৭ নম্বর ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী রামবাঁধ পাড়া এলাকায় একসময় চারটি পুকুর ছিল। রামবাঁধ, কালী বাঁধ, দুধকামরা বাঁধ ছাড়াও আরও একটি পুকুর ছিল। কিন্তু এই ৪ নং পুকুরটি আর বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে গুগল ম্যাপে এই জলাভূমির স্থান স্পষ্ট পাওয়া যায়। এই এই পুকুরটি অনেক আগেই ভরাট করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই এর উপরেই অনেকগুলি কংক্রিটের বাড়ি তৈরি হয়েছে। এখনো কিছুটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেই পুকুরের সাক্ষী হিসেবে। বর্তমানে অবশিষ্ট তিনটি পুকুরও অবৈধভাবে ভরাট করার কাজ শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা। এক সময় এই চারটি পুকুরের উপর কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে এলাকার হাজার হাজার মানুষ চরম সমস্যায় এই পুকুরগুলি ভরাট হওয়ার জন্য। পুকুর ভরাটের কাজে যুক্ত জমি কারবারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের দাবীতে ও পুকুর গুলি পুনঃরায় সংস্কারের দাবী যুবশক্তির পুরুলিয়া শহর কমিটির পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলা শাসকের নিকট এবিষয়ে লিখিত ভাবে জানানো হলো শুক্রবার। পুরুলিয়া শহর যুবশক্তির পক্ষে কবির আনসারী বলেন, এই চারটি পুকুর ভরাটের কাজে যুক্ত সকলকেই উপযুক্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুকুরগুলিকে পুনরায় সংস্কার করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে।

বর্ষা পড়তেই ফের গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক সৃষ্টি সামশেরগঞ্জের গ্রামে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বর্ষা পড়তেই ফের গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক। লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধ্বস নামলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের কাকুরিয়া থেকে প্রতাপগঞ্জ এর ভেতর দিয়ে ধুলিয়ান যাওয়ার মূল রাস্তায়। যদিও ধ্বসের পরিমাণ অল্প হলেও রীতিমতো আতঙ্ক তারা করছে এই স্থানীয় গ্রামবাসীদের। যেকোনো মুহূর্তেই গঙ্গা ভাঙনের ফের তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে গোটা গ্রাম। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত কয়েক বছর ধরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শনিবার শামসের গঞ্জের প্রতাপগঞ্জে মূল রাস্তার পাশেই কিছুটা ফাটল লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি নিত্য চলাচলের এই রাস্তাটিতে ধস দেখা দেয়। ধসের ফলে টোটো থেকে শুরু করে বাইক কিংবা সাইকেল কোন কিছুই পারাপার করানো যাচ্ছে না। ফলে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘুরে ধুলিয়ান প্রবেশ করত হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ভাঙ্গন রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আমজনতা।

রানাঘাটে উপনির্বাচনে ঘাসফুল ফোটাতে ভরসা মহুয়া ও শংকর সিং

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে কঠিন আসন বিরাট মার্জিন জয়ী মহুয়া মৈত্র দলনেত্রীকে উপহার দিয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র ম্যাজিকে কার্যত উড়ে গিয়েছেন রাজমাতা তথা বিজেপির প্রার্থী অমৃতা রায়। সেই মহুয়া মৈত্রকে এবার বিরাট দায়িত্ব দিয়েছেন দলনেত্রী। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে ঘাসফুল ফোটাতে মমতার ভরসা মহুয়া মৈত্র এবং দলের বর্ষীয়ান নেতা শংকর সিং। রানাঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে বুথে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে সংসদ মহুয়া মৈত্রকে ঘিরে দলের কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি ৩৬০০০ হাজারেরও ভোটে এগিয়ে থাকলেও বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ আলাদা। তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর জোরদার প্রচার শুরু করেছেন। কৃষ্ণনগর ঘূর্ণি এলাকার বাসিন্দা মনোজ কুমারকে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করার নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে দলের অন্তরেই। ফলে এই কেন্দ্রে কিছুটা হলেও বাড়তি অক্সিজেন যোগাচ্ছেন মুকুট। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন নিরিখে রানাঘাট বিধানসভায় বিজেপির প্রাপ্তি ভোট ১২৩৫৬৫। তৃণমূলের ঝুলিতে ৮৬৬৩২ ভোট বাম, কংগ্রেস জোটের দখলে ২০০১৯ ভোট। এই কেন্দ্রে বিজেপি লিড ৩৬ হাজারের বেশি। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে সব থেকে বড় ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন চাপড়া বিধানসভা। তাতে মহুয়া মৈত্র ঘনিষ্ঠ জেবের শেখ অবদান রয়েছে। রানাঘাট দক্ষিণে উপনির্বাচনে দলনেত্রী মহুয়া মৈত্রকে দায়িত্ব দিলেও কার্যত ঝাপিয়ে পড়েছেন তৃণমূল নেতা জেবের শেখ। ১০ ই জুলাই রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভায় উপ নির্বাচন। মমতার দেওয়া দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মুকুট মণি আসন ছিনিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর।

রথযাত্রা ও মহরম নিয়ে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার শান্তি বৈঠক

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা.হারবার

আপনজন: সামনেই একদিকে যেমন রয়েছে রথযাত্রা ঠিক তেমনি রয়েছে মহররমের উৎসব আর তাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণেই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ডায়মন্ডহারবার রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক আধিকারিক ও মহরম কমিটি ও রথ উৎসব কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন অ্যাডিশনাল এসপি মিতুন কুমার দে। এদিনের এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিল রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বজবজ বিধানসভার অশোক দেব মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিদায়িকা নমিতা সাহা সহ সহ একাধিক বিধায়কগণ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য মনমোহিনী বিশ্বাস ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কাউন্সিলররা। ডায়মন্ডহারবার এসডিও অঞ্জন ঘোষ সহ ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার আইসি ও ওসিরা প্রত্যেকটি উৎসব কমিটিকে শান্তি রক্ষার বার্তা দেন।

স্কুটনিতে দুই পরীক্ষার্থীর ২৩ ও ২৭ নম্বর বৃদ্ধি!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দু-চার নম্বর নয়। একলপ্তে ২৩ ও ২৭ নম্বর বৃদ্ধি পেল মালদার মানিকচক শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের এক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। স্বভাবতই এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো সোরগোল পড়ল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকা মহলে। জানা গেছে, মানিকচক শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের সুদীপ্ত মন্ডল নামে এক পরীক্ষার্থী এবছর মাধ্যমিকে ওই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৪০। প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান ও ভূগোলে একশোতে একশো পেলেও, সে ইতিমাসে মাত্র ৬১ নম্বর পায়। যা দেখে সন্দেহ দানাবাঁধে ওই পরীক্ষার্থী সহ স্কুল কর্তৃপক্ষের মনে। তাই স্কুলের পরামর্শ ওই পরীক্ষার্থী স্কুটনির জন্য আবেদন জানায়। সেই স্কুটনিতেই ইতিমাসে একলপ্তে তার ২৩ নম্বর বৃদ্ধি পায়। ফলে বর্তমানে তার প্রাপ্ত মোট নম্বর বেড়ে হয় ৬৬৩। পাশাপাশি মানিকচক শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুপ্রিয়া রজকের ২৭নম্বর বেড়েছে। সুপ্রিয়া জানায়, এডুকেশন, ইতিহাস এবং দর্শনে প্র্যাক্টিক্যালে তার কম নম্বর এসছিল। তাই সে স্কুলের সহযোগিতায় বোর্ডে এই বিষয়ে অভিযোগ জানায়। এরপর তিনটি বিষয়ে ৯ নম্বর কোরে মোট ২৭ নম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তার সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৩৬৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৯১ নম্বর। এই ঘটনায় ক্ষোভের সুর শোনা যায় মানিকচক শিক্ষা নিকেতন হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুব্রত প্রামাণিকের গলায়।তিনি বলেন, যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখছেন, তাদের আরো যত্নবান ও সতর্ক হওয়া উচিত যাতে এইভাবে আর কোন পরীক্ষার্থীর বিড়ম্বনা না হয়।

প্রথম নজর

জিম্মিদের মুক্তিতে বাইডেনের প্রস্তাবে সম্মত হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস তাদের কব্জায় থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। আজ শনিবার বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হামাসের একটি সূত্র। গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনা বা শান্তি সংলাপ ফের শুরুর জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে হামাস। এই আলোচনার একটি অপরিহার্য অংশ গোষ্ঠীটির কব্জায় থাকা জিম্মিদের মুক্তি। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত মাসে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হামাস। গত ১ জুন গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি তিন স্তরবিশিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করেন জো বাইডেন। তার প্রস্তাব অনুসারে, প্রথম স্তরে গাজায় ৬ সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হবে। এই পর্বে রাফাসহ গাজার অন্যান্য জনবহুল এলাকাগুলো থেকে সেনাদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি কয়েক শ' ফিলিস্তিনির মুক্তির বিনিময়ে নিজেদের কব্জায় থাকা কয়েকজন জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। এই দফায় যেসব জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে বয়স্ক এবং নারীরা প্রাধান্য পাবেন। সেই সঙ্গে এ ছয় সপ্তাহের প্রতিদিন গাজায় প্রবেশ করবে অন্তত ৬০০ ত্রাণবাহী ট্রাক। হামাস এবং ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা ও প্রতিরক্ষাবাহিনী এই পর্যায়ে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাবে। যদি এই আলোচনা ৬ সপ্তাহ সময়সীমার মধ্যে শেষ না হয়, তাহলে পরিকল্পনার প্রথম পর্ব বা যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়বে। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের কব্জায় থাকা জিম্মিদের সবাইকে মুক্তি দেবে হামাস এবং তার বিনিময়ে গাজার বাসিন্দারা পাবে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি। হামাসের সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার ১৬ দিন পর থেকে নিজেদের কব্জায় থাকা সব ইসরায়েলি সেনা ও পুরুষ জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া শুরু করবে গোষ্ঠীটি। গত ৭ আগস্ট সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিককে হত্যা করে হামাস যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে নিয়ে যায় ২৪২ জনকে।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের মিডিয়া উপদেষ্টার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর অবশেষে মারা গেলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মিডিয়া উপদেষ্টা লুনা আল শিবল। শুক্রবার (৫ জুলাই) তার মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছে প্রেসিডেন্ট অফিস। সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়ার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা লুনা আল শিবল গাড়ি দুঘটনায় আহত হয়ে শুক্রবার মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্ট আল আসাদের রাজনৈতিক এবং মিডিয়া পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন।

চিন সফরে হাকিমুল ইসলাম

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার ভূমিপুত্র তথা কাবা শরীফের পাশে ক্লক টাওয়ার হোটেল চিফ সেফ হাকিমুল ইসলামের চিন সফর।

ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম মহিলা বিচারমন্ত্রী হচ্ছেন শাবানা মাহমুদ

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ব্রিটেনের ক্ষমতায় বসেছে লেবার পার্টি। প্রায় ১৫ বছর পর দলটি ক্ষমতায় গেল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েই মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ শুরু করেছেন কেইর স্টারমার। প্রথমবারের মতো ব্রিটেনের মন্ত্রিসভায় একজন মুসলিম নারী আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।
প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বার্মিংহামে জন্ম নেয়া বিট্রিশ মুসলিম নারী শাবানা মাহমুদ। ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে জন্ম হলেও তার শৈশব কেটেছিল সৌদি আরবের তায়েফে। তবে তিনি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন আজাদ-কাশ্মীর বংশোদ্ভূত। তার বাবা-মা আজাদ কাশ্মীরের মিরপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ও মিরপুরি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।
২০১০ সালে তিনি প্রথমবারের মতো অ-ব্রিটিশ মুসলিম নারী হিসেবে হাউস অব কমন্সে যান। ওই বছরই প্রথম মুসলিম অ-ব্রিটিশ হিসেবে আরো দু'জন নারী (বাংলাদেশি রুশনারা আলী ও পাকিস্তানি ইয়াসমিন কুরেশি) সংসদ সদস্য হয়েছিলেন।
জানা গেছে, শাবানা মাহমুদ হলেন ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম নারী বিচারমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, তিনি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী 'লর্ড অব চ্যান্সেলর' নামের এই প্রাচীন পদটি গ্রহণ করলেন।
আগামী ৯ জুলাই নতুন পার্লামেন্ট সদস্যদের শপথ গ্রহণ ও স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ জুলাই রাজা তৃতীয় চার্লসের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে নতুন সরকারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে।
প্রসঙ্গত, ব্রিটেনে সরকার গঠনের জন্য যেকোনো দলের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩২৬টি আসন। বিপরীতে লেবার পার্টি ৪১২টি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলো। এবারের সংসদে বিরোধী দল হিসেবে সদ্য বিদায়ী কনজারভেটিভ পার্টি মাত্র ১২১ আসনে জিততে পেরেছে। এছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেট ৭০, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি ৮, এসএফ ৭ এবং অন্যান্য দল ২৬ আসন পেয়েছে।

কনজারভেটিভ পার্টির ভরাডুবি, নেপথ্যে নানা কারণ উঠে আসছে

আপনজন ডেস্ক: টানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও ব্রিটেনের জাতীয় নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে দেশটির কনজারভেটিভ পার্টির। জয় পেয়েছে বিরোধী দল হিসেবে থাকা লেবার পার্টি। কিন্তু কী কারণে কনজারভেটিভ পার্টির এমন ভরাডুবি হল? বেশ কিছু ঘটনা আছে যেগুলো কনজারভেটিভ পার্টির পরাজয়ের কারণ হিসেবে দেখো হচ্ছে।

ব্রেক্সিট

২০১৬ সালে ব্রেক্সিট গণভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কনজারভেটিভরা ব্রেক্সিটের বাস্তব সুবিধাগুলো জনগণের সামনে নিয়ে আসতে পারেনি। উপরন্তু ব্রিটেনে তখন থেকেই ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘরে-বাইরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সাম্প্রতিক জরিপগুলো ইঙ্গিত করে যে ইইউতে পুনরায় যোগ দিতে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা এখনো ব্রেক্সিট সমর্থনকারীদের চেয়ে বেশি, যা ব্যাপকভাবে ব্রিটেনের জন্য একটি অর্থনৈতিক ভুল হিসেবে বিবেচিত হয়।

অবৈধ অভিবাসননীতি

ফরাসি উপকূল থেকে ছোট নৌকায় করে অবৈধভাবে আসা অভিবাসন ঠেকাতে কনজারভেটিভ পার্টির কোনো পদক্ষেপ কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারেনি। অবৈধ অভিবাসীদের রুয়ান্ডা পাঠানোর পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করতে পারেনি তারা। বরং ব্রিটেনে আসা বিদেশি ছাত্র ও কর্মীদের একের পর এক কঠিন শর্তের বেড়াজালে ফেলে অবৈধ হতে অনেকটা বাধ্য করেছে টোরি সরকার।

কোভিড বিশৃঙ্খলা

কোভিড মহামারির শুরুতে সঠিক সময়ে লকডাউন ঘোষণা না করে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য সাধারণ জনগণ কনজারভেটিভ পার্টিকে দায়ী করে। এ জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে একটি তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে বিশৃঙ্খলা

২০১০ সালে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা (এনএইচএস) উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়েছে। করোনা মহামারি চলাকালে ক্যানসার, হার্ট, কিডনি রোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হয়ে সেসব রোগীদের অ্যাপয়েনমেন্ট বাতিল করে দিয়েছিল এনএইচএস। এতে অনেক রোগীকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। চিকিৎসকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ঘন ঘন ধর্মঘটের কারণে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হওয়ার দায়ও কনজারভেটিভ পার্টির ওপরে দিয়েছে সাধারণ মানুষ।

অর্থনৈতিক মন্দা

ব্রেক্সিট গণভোটের পরপরই আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন ব্রিটেনের সাধারণ মানুষ। মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় অনেক পরিবারের জন্য শেষ ইচ্ছা পূরণ করাও ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছিল। সমালোচকেরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারের নীতিগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধনীদের পক্ষে ছিল এবং বৃহত্তর জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে বরিস জনসনের পদত্যাগের পর ৪৯ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া লিস ট্রাসের মিনি বাজেট এতটাই আর্থিক অশান্তি সৃষ্টি করেছিল যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ব্রিটিশ পাউন্ড ইতিহাসের রেকর্ড পরিমাণ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত মেয়াদ কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি জনগণের আস্থাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই অসন্তোষ কনজারভেটিভ পার্টির সমর্থনকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে এবং তাদের নির্বাচনী পতনে অবদান রেখেছে।

আমি আপনাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম: ইরানের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে ইরানের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আপনাদের সাহচর্য, সহানুভূতি এবং আস্থা ছাড়া সামনের কঠিন পথটি মসৃণ হবে না। আমি আপনাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।' আজ শনিবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোটে বিজয়ী ঘোষণার পর দেওয়া পোস্টে এ কথা বলেন তিনি।
এর আগে গত মঙ্গলবার পেজেশকিয়ান বলেছিলেন, তিনি জয়ী হলে সবার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবেন। ইরানের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ জানায়, দ্বিতীয় দফায় ৫৩ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ৬৯ বছর বয়সী পেজেশকিয়ান। তিনি দেশটির নবম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। ইরানে আগামী বছরের জুনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত ১৯ মে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হলে আগাম নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। গত ২৮ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়। প্রথম দফায় চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে একমাত্র সংস্কারপন্থী প্রার্থী ছিলেন পেজেশকিয়ান। তবে নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম দফায় কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় গত শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোট হয়। প্রথম দফায় প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং অতি রক্ষণশীল সাইদ জালিলির মধ্যে দ্বিতীয় দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইরানের নির্বাচন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, তিন কোটির বেশি ভোট গণনা হয়েছে। এর মধ্যে মাসুদ পেজেশকিয়ান পেয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি ভোট। আর সাইদ জালিলি পেয়েছেন ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি ভোট।
মাসুদ পেজেশকিয়ানের বয়স ৬৯ বছর। তিনি হৃদ্‌রোগবিষয়ক সার্জন। ইরানের পার্লামেন্টে ২০০৮ সাল থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় তাবরিজ শহরের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি।

দেশ ত্যাগ ইরানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের

আপনজন ডেস্ক: ইরানে আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন হঠাৎ দেশত্যাগ করেছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। গত মে মাসে ইব্রাহিম রাইসির আকস্মিক মৃত্যুর পর ইরানে এই আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন আহমাদিনেজাদ। কিন্তু দেশটির গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদন আদায় করতে ব্যর্থ হন তিনি। এর আগে টানা দুবার ইরানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। সাধারণ চাল-চলন কিন্তু দেশের নীতির প্রশ্নে অবিচল আহমাদিনেজাদ খুব দ্রুতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেয়ীর সঙ্গে তার বিরোধের কারণে তৃতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেননি আহমাদিনেজাদ। রাইসির মৃত্যুর পর আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তবে এবারও তার আশায় গুড়েবালি। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরও সুস্পষ্ট বিজয়ী পাওয়া যায়নি। তাই দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শুক্রবার মুখোমুখি হয়েছেন কট্টরপন্থি সাইদ জলিলি ও সংস্কারবাদী মাসুদ পেজেশকিয়ান। এ নির্বাচন চলমান থাকা অবস্থাতেই এবার ইরান ছেড়েছেন আহমাদিনেজাদ।
দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর কারও প্রতিই সমর্থন দেননি আহমাদিনেজাদ। সাবেক এই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে এটা জানানো হয়নি যে, আহমাদিনেজাদ ভোট দেবেন কি না। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম রাউদাদ-২৪ এর বরাত দিয়ে লন্ডনভিত্তিক ফার্সি ভাষার নিউজ চ্যানেল ইরান ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, দেশ ছেড়েছেন আহমাদিনেজাদ। তারা বলছে, চার দিনের সফরে তুরস্ক গেছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতাসীন এলিটদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সাল থেকে চড়া গলায় সমালোচনা করে যাচ্ছেন আহমাদিনেজাদ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মোসাদ প্রধানের কাতার সফর

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য এবার ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধানকে কাতারে পাঠিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
শনিবার (৬ জুলাই) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে নেতানিয়াহুর কথা হয়েছে। বাইডেনকে নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে চান। এজন্য একটি নতুন প্রতিনিধি দল গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী।
নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী এবারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে মোসাদের কর্মকর্তাদের রেখেছেন।
আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া কাতারে একটি ইসরায়েলি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন, যারা কয়েক মাস ধরে হামাসকে আলোচনার টেবিলে আনার চেষ্টা করেছে।
তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানির সঙ্গে দেখা করবেন।
আলোচনার বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রটি বলেছে, গাজায় যুদ্ধ দলগুলোকে একটি চুক্তির কাছাকাছি নিয়ে আসার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য তিনি কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন।

ব্রাজিলে সেতুর পিলারে বাসের ধাক্কায়, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে সেতুর পিলারে সঙ্গে একটি বাসের ধাক্কায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৪২ জন। শুক্রবার (৫ জুলাই) দেশটির সাও পাওলো রাজ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরের তথ্যানুযায়ী, শুক্রবার যাত্রীবাহী বাসটি রাজ্যের একটি সেতুর পিলারে ধাক্কা দেয়। এতেই ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, রাজ্যের রাজধানী সাও পাওলো থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে ইতাপেটিনিঙ্গা শহরের কাছে মধ্যরাতের ঠিক পরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

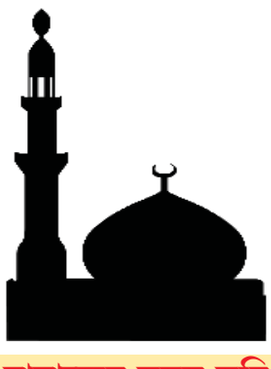

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৬	৪.৫৭
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

আলোচনা শেষে ইসরায়েলি গোয়েন্দা প্রধানের দোহা ত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দী মুক্তি নিয়ে কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের সাথে আলোচনা শেষে দোহা ত্যাগ করেছেন ইসরায়েলের গোয়েন্দা প্রধান ডেভিড বার্নিয়া। আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। আলোচনাটি স্পর্শকাতর হওয়ায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রটি বলেছে, ডেভিড বার্নের নেতৃত্বে ইসরায়েলি প্রতিনিধি দল শুক্রবার দোহা ত্যাগ করেছে।

অবৈধ অভিবাসীদের সুসংবাদ দিলেন ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার অবৈধ অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল ঘোষণা করেছেন।
সদ্যই বিদায় নেওয়া ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ সরকার এমন উদ্যোগ নিয়েছিল। মূলত অভিবাসন প্রত্যাশীরা যেন ছোট নৌকায় করে ব্রিটেনে প্রবেশ না করেন সেজন্য এমন একটি উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা হবে না বলে জানিয়েছেন স্টারমার।
শনিবার (৬ জুলাই) স্টারমার এ ব্যাপারে বলেছেন, 'শুরু হওয়ার আগেই রুয়ান্ডা পরিকল্পনার মৃত্যু ও সমাধি হয়েছে। অভিবাসন প্রত্যাশীদের আটকাতে এটি কখনোই প্রতিবন্ধক ছিল না। আমি এ ধরনের প্রতারণা কৌশল অব্যাহত রাখব না, যেটি কোনো কাজে দেয় না।'
ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যেসব অভিবাসন প্রত্যাশী ছোট নৌকায় করে আসেন তাদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর সম্ভাবনা মাত্র ১ শতাংশ। আর এ বিষয়টি খুব ভালো করেই জানে গ্যাংয়ের সদস্যরা। এরফলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ইউরোপে নিয়ে আসা অব্যাহত রেখেছে তারা।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় একদিনে ৫ সাংবাদিক নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার বিমান হামলায় একদিনে পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৬ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিহতদের মধ্যে গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে তিনজন এবং গাজা সিটিতে দু'জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত নিউইয়র্কভিত্তিক কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ১০৮ জন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। গত ৭ আগস্ট ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে হামাস যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ২৪২ জনকে ধরে নিয়ে যায়। অতর্কিত সেই হামলার জবাবে ওই দিন থেকেই গাজায় হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়। নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৮২ সংখ্যা, ২৩ আষাঢ় ১৪৩১, ৩০ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

উন্নয়নশীল বিশ্ব

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ধকলে বিশ্ব অর্থনীতি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার রেশ বহিয়া যায় পরবর্তী দশকগুলিতে। এমন একটি পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব 'একটি চমত্কার অর্থনৈতিক অবস্থান' সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন বটে। বিশ্ববাসী ইহার সুফলও পাইয়াছিল হাতে হাতে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকল ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে। উপরন্তু বিভিন্ন জরিপে জানা যায়, ১৯৬১-২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তিন গুণের অধিক। এইভাবে ভালোই চলিতেছিল, তবে বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনাগুলি এখন আর তেমন আশা জাগানিয়া নহে বলিয়াই প্রতীয়মান। বিশেষত, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক অবনমন লক্ষ করিয়া হা-হুতাশ না করিয়া উপায় নাই! একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধবিগ্রহের বিশ্বে অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বহাল তবিয়তে আগাইয়া যাইতেছে। বলিতে হয়, তরতর করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। এই সকল দেশের অর্থনীতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাহারা অভ্যন্তরীণ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করিবার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আপস করে নাই। সকল ধরনের সম্পদ 'জেনারেট' করিবার বিষয়েই তাহাদের অধিক দৃষ্টি ছিল। ইহাই তো হওয়ার কথা। প্রতিটি দেশের হাতেই যে বিপুল পরিমাণ খনিজসম্পদ থাকিবে, তাহার তো কোনো গ্যারান্টি নাই। তবে সেই সকল দেশেও অবশ্যই কিছু না কিছু 'সম্পদ' থাকিবেই। 'মানবসম্পদ' একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতে পারে। অর্থাত্, যেই সকল দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের ভিতর দিয়া যাইতেছে, সেই সকল দেশ এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার করিয়া অর্থনীতির চাকা সচল রাখিতে পারে। পৃথিবীর এমন বহু দেশ রহিয়াছে, যাহারা বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করিয়াও অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি বজায় রাখিতে সমর্থ হয়–যেমন জাপান। অর্থাত্, এই ক্ষেত্রে তাহাদের মূল লক্ষ্য হইল 'জেনারেট করা'। কিন্তু যেই সকল দেশের হাতে তেল নাই, গ্যাস নাই–তাহারা যদি অপরিণামদর্শীভাবে হাজারে হাজারে কলকারখানা খুলিয়া বসে এবং একটি পর্যায়ে আসিয়া তাহা চালাইবার মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতায় না থাকে, তাহা হইলে সেই দেশের অবস্থা কী হইতে পারে? অনেক উন্নয়নশীল দেশে লক্ষ করা যায়, সেইখানে সকল ক্ষেত্রেই যেন 'মিস ম্যানেজমেন্ট'। এই সকল দেশে আরেকটি মারাত্মক সমস্যা হইল, এই সকল দেশ অর্থনীতির চাইতে রাজনীতিকে 'বড়' করিয়া দেখে। ইহার ফল স্বভাবতই সুমিষ্ট হইবে না! অবস্থা এমন যে, সেই সকল দেশের নীতিনির্ধারক মহলকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে, 'কোনটি ফার্স্ট প্রায়োরিটি'। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই যে এহেন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি, তাহা বেশ ভালোমতোই বুঝা যায়। এই সকল দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আরো ভালোভাবে সমাধান করা যাইত, যদি সরকারগুলি বিশ্ব অর্থনীতির ভাবধারা অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইত। আজিকার উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতিগুলি এখন আর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার বাহিরে নহে–ইহার কারণ অবশ্যই 'গ্লোবালাইজেশন'। এই যুগের মূল সুর হইল তীব্র প্রতিযোগিতা, সকল ধরনের সম্পদ জেনারেট করাই যেইখানে আসল অস্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশ ভাগ্যোন্নয়নের সন্ধানে আর যাহাই করুক না কেন, নিজস্ব সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার এবং এই সকল ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোনিবেশ করে নাই। বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির খাতিরে দেশগুলিকে অনেক কিছুই করিতে হয়। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল বিশ্ব এমন কর্মকাণ্ড করিয়া বসেন, সেই দরবেশের গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। দরবেশ তাহার শিষ্য লইয়া এক দেশে উপস্থিত। দেখিলেন, সেই দেশে ঘি-তেল সকল কিছুর সমান মূল্য। তিনি শিষ্যকে বলিলেন, এই দেশে থাকা চলে না। কিন্তু শিষ্য রহিয়া গেল। সেখানে থাকিয়া খাইয়া মোটাতাজা হইল। একদিন এক বৃদ্ধা নিহত হইলেন। দেখা গেল যাহার দোষে বৃদ্ধা নিহত হইয়াছে, সে খুবই কৃশকায়। আদেশ হইল একজন মোটাতাজা ব্যক্তিকে শূলে চড়ানোর। রাজার সৈন্যরা ধরিয়া আনিল দরবেশের শিষ্যকে। এমন সময় দরবেশ ফিরিতেছিলেন। অবস্থা দেখিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, রাজা মশাই গণনা করিয়া দেখিয়াছি, অদ্য যিনি শূলে চড়িবেন, তাহার বংশসমেত স্বর্গ নিশ্চিত। রাজা বলিলেন, আমার শূলে আমি ছাড়া আর কে চড়িবে! উন্নয়নশীল বিশ্বের অবস্থা এই গল্পের সঙ্গেই মিলিয়া যায়।

আমেরিকার 'তিব্বত আইন': শিলিগুড়ি করিডোরের বিকল্প ভাবতে হচ্ছে ভারতকে?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম ও টানা তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুনিয়া তখন দুটি বলয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি বলয়ের নেতৃত্বে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, অন্য বলয়ের নেতৃত্বে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। নেহরু এই দুটি বলয় থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বাংশে সে অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। তিব্বতকে ঘিরে সিআইএ তথা যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতার কারণে শেষ পর্যন্ত জোটনিরপেক্ষ নেহরুর পক্ষেও নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি। তিব্বতের কথিত শাসক ও ধর্মগুরু তেনজিন গিয়াৎসো (চতুর্দশ দালাই লামা) যখন ১৯৫৯ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিতে (নেফা) (বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশ) প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তখন থেকেই বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে ভারতের উষ্ণতায় ভাটা পড়তে শুরু করে। ব্রিটিশ রাজের নির্ধারিত পশ্চিমের জনসন লাইন এবং পূর্বের ম্যাকমোহন লাইন বলে পরিচিত সীমান্তের ঐতিহাসিক অধিকার নিয়ে একসময়কার 'হিন্দি-চীনা ভাই ভাই' সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা সামরিক সংঘাতের দিকে গড়ায়। উত্তেজনা প্রশমনে ভারতের সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও চীনের নেতা চৌ এনলাই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে দিল্লি সফরে এসে চৌ এনলাই তিব্বত ইস্যু সামনে এনে দুই দেশের সীমান্ত বিভেদ, বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্তের উত্তেজনা কমাতে একটি 'গ্রহণযোগ্য' প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই সময়কার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অতি চাহিদার কারণে চৌ এনলাইয়ের প্রস্তাবটি নেহরু নাকচ করতে বাধ্য হন। এর পরে ভারতের কিছু উচ্চাভিলাষী পরামর্শকের কারণে দুদেশের মধ্যে প্রায় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়।

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে চীন পশ্চিম রণাঙ্গনে আকসাই চীনের ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি দখল করে নেয়। একই সঙ্গে তারা পূর্ব সীমান্তে আসামের পূর্ব পর্যন্ত দখল করে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

ভারতের কাছ থেকে হাতছাড়া হওয়া আকসাই চীন আজও চীনের দখলে রয়েছে। সেখানে দুই দেশের সীমান্তরেখা টানা হয়েছে লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের (এলএসি) মাধ্যমে। ১৯৬২ সালের ওই যুদ্ধে ভারতের ব্যাপক পরাজয় শুধু নেহরুর জন্যই নয়, ভারতের জন্য আজ অবধি মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে রয়েছে।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশকে চীন এখনো নিজের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। গত মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওই অঞ্চলে সফর নিয়ে চীন কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য অঞ্চলটি ভারতের নয়, চীনের অংশ।

জবাবে ভারত বলেছে, অরুণাচল প্রদেশটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০২৩ সালে চীনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতের উশু দলের ৩ খেলোয়াড়কে (যাঁদের বাড়ি অরুণাচল) চীন ভিসা দেয়নি এবং তার প্রতিবাদে ভারতীয় দল চীন সফর বাতিল করেছিল। খেলোয়াড়দের ভিসা না দেওয়ার মাধ্যমে চীন বোঝাতে চেয়েছে, অরুণাচল তাদের ভূখণ্ড, ভারতের নয়।

১৯৬২ সালের যুদ্ধ থেকে ভারত যে শিক্ষা নিয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ওই অঞ্চলকে ভারত অধিকতর সামরিকায়ন করেছে এবং সেখানে চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত করেছে। একই সঙ্গে ভারত শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন নেক'-এর প্রতিরক্ষা এবং সরবরাহ লাইনের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। তারপরও এই অঞ্চলই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং চীনের সরাসরি নজরদারির আওতায় রয়েছে। এ কারণে এখানে ভারতের জন্য বিকল্প এবং নিরাপদ আপত্কালীন সরবরাহ পথ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ পথের খোঁজেই এখন ভারতের ভূকৌশলবিদেরা তৎপর হয়ে উঠেছেন।

১৯৬২ চীন-ভারত যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই ভারতীয় সেনাদের ওপর যে বিপর্যয়কর মনস্তাত্ত্বিক চাপ পড়েছিল, সেই চাপের প্রতিফলন এই সময়কার ভারতের বিদেশ ও সামরিক নীতিতেও দেখা যায়। বিষয়টি যে ভারতের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তা ভারতীয় কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদেরাও স্বীকার করেছেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্পর্ক বজায় থাকলেও দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে। চীন দখলকৃত আকসাই চীন ছাড়াও অরুণাচল ও আসামের কিছু অঞ্চলকে ঐতিহাসিকভাবে তিব্বতের বহিরাংশ বলে দাবি করে।

ঐতিহাসিকভাবে অরুণাচল (একসময়ের 'নেফা') ১৯১৪ সালের আগে চীনের অংশ ছিল–এই কথা বেইজিং প্রায়ই দিল্লিকে মনে করিয়ে দেয়। চীন এই প্রদেশের নাম দিয়েছে সিয়াং। একই সঙ্গে চীন এ অঞ্চলের ৩০টি স্থানের ঐতিহাসিক তিব্বতি তথা চীনা নাম দিয়েছে।

এই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতেই আমি এই লেখায় ঐতিহাসিক বিষয়গুলো তুলে ধরেছি।

আমরা জানি, বর্তমানে বিশ্বশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে কোয়াডের উদ্ভব এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপটে চীনের কাছে এখন দুটি সংবেদনশীল বিষয় রয়েছে। একটি হলো তাইওয়ান, অপরটি তিব্বত।

১৯৭৫ সালে ভারতের সিকিম দখল এবং ভূখণ্ডটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার পরও ভারত ও চীনের মধ্যে একধরনের অলিখিত বোঝাপড়া ছিল যে তিব্বত এবং তিব্বতে দালাই লামার কথিত কর্তৃত্বের বিষয়টি চাপা থাকবে। অন্তত ১৯৭৯ সালের সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রীর বেইজিং সফর শেষে তিব্বত নিয়ে টানাপোড়েন অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৭১ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপনের মূলে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের 'এক চীন নীতি' গ্রহণ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র তিব্বত ও তিব্বতের বহিরাংশকে চীনের অংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র তিব্বত ইস্যুকে আবার চীনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। এর ফলে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই নয়, ভারতের সঙ্গেও চীনের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর প্রমাণ ২০২০-এর সালওয়ান উপত্যকায় চীন-ভারতের সীমিত সংঘাত। তিব্বতকে ঘিরে চীন-ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ যে জটিল এবং সংঘাতের দিকে যাচ্ছে, তা বেশ স্পষ্ট। গত মাসে মার্কিন কংগ্রেসের উভয় দলের ৭ সদস্যের একটি দল ভারত ভ্রমণে গিয়ে ধর্মশালায় গিয়ে দালাই লামা এবং প্রবাসী সরকারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। মার্কিন প্রতিনিধিরা তিব্বতের নেতাদের হাতে তুলে দেন গত ১২ জুন পাস করা 'রিসলভ তিব্বত অ্যাক্ট'-এর একটি কপি।

যুক্তরাষ্ট্রের এই আইনের মাধ্যমে দালাই লামার সঙ্গে তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন তথা সার্বভৌমত্ব নিয়ে আবার আলোচনার দ্বার উন্মোচন করতে চীনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতের কথিত প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে যাবে বলেও আইনটিতে বলা আছে। তিব্বত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন নীতির বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চীন। এরই মাঝে মার্কিন দলটি গত ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করে নতুন আইনটির বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেছে। মোদির তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রিত্বের যাত্রার শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তিত তিব্বত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে চীনের সঙ্গে ভারতের নতুন উত্তেজনার পথ উন্মুক্ত হলো।

যেহেতু কয়েক বছর ধরে অরুণাচল সীমান্তে উভয় পক্ষ শক্তিমত্তা বাড়িয়েছে, সেহেতু ধারণা করা যেতে পারে, নেহরুর তৃতীয় মেয়াদের মতো মোদির তৃতীয় মেয়াদে এই উত্তেজনা সীমান্ত সংঘাতে রূপ নিতে পারে। তবে ভারত মনে করে, ১৯৬২ সালের মতো অবস্থা এখন আর নেই; তারা এখন চীনের সমকক্ষ জবাব দিতে প্রস্তুত আছে।

ভূকৌশলগত কারণে এখন ভারতের প্রয়োজন কথিত চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের বিপরীতে আরও সুরক্ষিত বিকল্প সরবরাহ পথ তৈরি করা। এই কাজ তারা দ্রুত শুরু করতে চায়।

এ ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা করে। সে ক্ষেত্রে পূর্ব সীমান্তে চীন-ভারত সম্ভাব্য সংঘাত বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের অবস্থান কী হবে তা শুধু ভূকৌশলবিদদেরই নয়, ভূরাজনীতিবিদদেরও ভেবে দেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন
নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)
সৌ: প্র: আ:

শিরিন ফালাহ সাব

'আমি তো ইসরায়েলে আর কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না'

যুদ্ধের সময়ে মা হয়ে চলার জন্য কেউ আপনাকে কখনো প্রস্তুত করবে না। আমার শৈশবে একমাত্র যে ব্যক্তিটি আমাকে যুদ্ধ নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, তিনি হলেন আমার পিতামহ। দামেস্কে জন্ম তাঁর। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে গোলান মালভূমিতে এসে বসতি গড়েছিলেন। তিনি আমাকে ইতিহাস, সাহিত্য ও আরবি কাব্য শিক্ষা দিয়েছেন, আমার মধ্যে বই পড়ার প্রতি ভালোবাসা গড়ে দিয়েছেন। আমার আজও মনে পড়ে, বাড়ির ভেতর তাঁর লাইব্রেরিটা ঠাসা ছিল আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি বইপত্রে আর সেখানে বসেই তিনি আমাদের বলতেন, 'ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশ। আর এটা হলো জ্বলন্ত সংঘাতের একটা অঞ্চল। একদিন তোমারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।' এরপর দুই দশকের বেশি পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি আজও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। ১৯৯৭ সালে দুটি সেনা হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে আমাদের পরিবারের একজন নিহত হওয়ার পর পারিনি। ২০০৬ সালে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধের পরও পারিনি। আমি যেখানে বেড়ে উঠেছিলাম, সেই কিসরা-সুমেইতে আমাদের বাড়ির কাছে লেবানন থেকে হিজবুল্লাহর নিক্ষেপিত কাতেউশা রকেট এসে পড়েছিল তখন। আর গত বছর অক্টোবরের ৭ তারিখে যখন আমাদের এক আত্মীয় মারাত্মকভাবে আহত হলেন, তখনো পারিনি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। ছোটবেলায় পিতামহের কাছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কত গল্পই না শুনেছি। দামেস্কের পুরোনো শহরের উমাইয়া মসজিদের কাছে আল-হামিদিয়াহ সুক আর আল-জাহিরিয়া লাইব্রেরির কথা শুনেছি কতবার। এভাবে শুনতে শুনতে কখনো না গিয়েই আমি দামেস্কের প্রেমে পড়েছি। যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমার গর্ভে আমার প্রথম সন্তান। জন্মের পর মেয়েটির নাম রাখলাম শাম, দামেস্কের অপর নাম। আমার পিতামহ অবশ্য তত দিনে বেঁচে নেই। তবে এই নামকরণের মধ্য দিয়ে আমি আমাদের পরিবারের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি, আর মনে রাখতে চেয়েছি যে আমাদের জীবন শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল। শামের জন্মের পরও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ আমাকে একা থাকতে দেয়নি। সর্বত্রই যে বাস্তুচ্যুত সিরীয়দের সমাগম। জর্দানের জায়াতারি শরণার্থীশিবিরে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকি ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে যেগুলো তখন আহত ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল। শরণার্থীদের চোখে তাঁদের অসহনীয় যন্ত্রণা আর তাঁদের মুখ থেকে বিবরণ শোনার পরও আমার এ শিক্ষা হয়নি যে এখনকার সবচেয়ে কঠিনতম যুদ্ধকালীন সময়গুলোতে একজন মাকে কী করতে হয়। তবে গত অক্টোবর থেকে আমি যেন নিশ্চুপ বনে গেছি। আমি আমার নিজের কোনো শব্দ যেন খুঁজে পাচ্ছি না। যা পাচ্ছি, তা হলো গাজা উপত্যকা থেকে বয়ে আনা নিষ্ঠুর সাক্ষ্য। গাজাসংক্রান্ত সংবাদগুলোতো সব বিশেষজ্ঞ, সেনা কর্মকর্তা আর রাজনীতিবিদদের ভাষ্যে, ভর্তি যাঁরা, প্রায় সবাই পুরুষ এবং তাঁদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও সামরিক। তাঁরা সব সময়ই খুব আত্মবিশ্বাসের কথা বলে যাচ্ছেন। যদি সপ্তাহখানেকের মাথায় তাঁদের কথাগুলো ভুল প্রমাণিতও হয়, এরপরও তাঁরা একই সুরে কথা বলছেন। বিপরীতে আমি এখনো নিশ্চিত নই যে আমি জানি 'কী করা উচিত' অথবা কোনটা 'কৌশলগতভাবে সঠিক। দুই কন্যার মা আমি এখন আবু সুনানে [ইসরায়েলের উত্তর দিকে গ্যালিলির একটি আরব অধ্যুষিত মফস্সল] বসবাস করছি। আমার বর্ধিত পরিবার আরও উত্তরে থাকে। তারা এবং আমি প্রতিনিয়ত প্রতিটি সড়কে ও প্রান্তে এই যুদ্ধ টের পাচ্ছি। যুদ্ধবিমান, মিসাইল ছেদকারী, সাইরেন আর কখনো-বা মাটিতে এসে পতিত হওয়া মিসাইলের বিকট শব্দ ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের কানে ভেসে আসে। এ রকম এক আতঙ্কময় ও গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যেও আমি এখন একটা রুটিন মেনে চলার চেষ্টা করছি। প্রতিদিন আমি পোষা কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে বের হই। আমার বড় মেয়ে শাম প্রায়ই আমার সঙ্গী হয়। তালগাছ ও জলপাইগাছের সারির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সবুজের সমারোহে আমরা হেঁটে চলি। কখনো-বা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই আরেক এলাকায়, ক্লিল যার নাম। পানিতে ভিজে যাওয়ার পর মাটির কড়া গন্ধ কখনো নাকে এসে লাগে।

শামের বয়স ১১ বছর হয়ে গেছে। ও একাধারে আরবি ও ইংরেজিতে চমৎকার কথা বলে যে দুটোই ওর মাতৃভাষা। পড়েও প্রচুর। আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে যুদ্ধ সম্পর্কে, যা ওর বয়সে আমি জানতামও না। নিজের কোনো বিষয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য মাকে ওর এখন আর দরকার পড়ে না! হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলি। কখনো-বা চুপ থাকি। কখনো আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকি আর কুকুরটার ছোটাছুটি দেখি। তখন মনে হয়, সবকিছু স্বাভাবিকই আছে। কিন্তু অদূরে কোথায় কখনো কখনো মিসাইল ছেদকারীর শব্দে আমাদের আলাপ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। [গাজা থেকে হামাসের বা লেবানন থেকে হিজবুল্লাহর ছোড়া রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র শূন্যে থাকতেই ইসরায়েলি বাহিনী আয়রনডোম দিয়ে পাল্টা আঘাত হেনে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যা ইন্টারসেপ্ট বা মিসাইল ছেদক হিসেবে পরিচিত]। আমাদের সবকিছুর পটভূমিতেই যুদ্ধ। শাম প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে, 'মা, যুদ্ধ কবে শেষ হবে?' আমার কাছে তো কোনো উত্তর নেই। আমি ওর সামনে কাঁদা থেকে নিজেকে সংযত করে চলি। তবে গত শুক্রবারটা (২৯ জুন) বিশেষ একটা খারাপ দিনই ছিল। ভীষণভাবে সাইরেন বেজে চলা আর মিসাইল ছেদকগুলোর শব্দ এত কাছে হচ্ছিল যে নিরাপদ কক্ষে [মূলত বাংকার] আমার পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, যুদ্ধ কবে শেষ হবে?' কোনো উত্তর না দিয়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লে আমার দুই মেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ওদের কাছে যে মা সুপারওমেন, সে এ রকম কাঁদছে! আমি অবশ্য দ্রুত সামলে নিই যেন ওরা ভীত হয়ে না পড়ে। ৯ মাস ধরে আমি তো এই মুখোশ ধারণ করে চলেছি। ওদিকে যাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ও আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেই সব পুরুষ ক্রমাগত ঘোষণা দিয়ে চলেছেন যে 'আমরা সবাই মিলে জয়ী হব।' আমি গাজার শিশুদের নিয়ে লিখছি, আবার সাইরেন বেজে উঠলেই আমার কন্যাদের নিয়ে নিরাপদ কক্ষে চলে যাচ্ছি। আমি তো একটা মর্যাদাবান জীবনাচরণ করছি আর কন্যাদের বলছি যে সবকিছু ঠিক আছে। আর নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছি, 'যা করছি, তা তো 'আমার মেয়েদের জন্য।' কিন্তু আমি জানি যে এটা মিথ্যা। একজন সাংবাদিক হিসেবে, একজন মা হিসেবে এবং একজন নারী হিসেবে আমি এই যুদ্ধের সময় জীবনধারণ করছি। আমার আত্মা তো মৃত্যুভয়ে ভীত। যে সত্যটা আমি আমার কন্যাদের বলতে চাই অথচ পারছি না, তা হলো আমি তো ইসরায়েলে আর কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। আরও সত্যি হলো আমি ভীত হয়ে পড়েছি আর তোমরা, আমার দুই মেয়ে, আমাকে সক্রিয় রেখেছ। কারণ, আমি একজন মা আর আমার কিছু কর্তব্য আছে। আমার মনে হয়, শাম ইতিমধ্যে এসব জেনে গেছে। দুই সপ্তাহ আগে আমরা যখন হাঁটতে যাই, তখন ও এসব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছিল। আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে দেখে ও প্রশ্ন করেছিল, 'কেন তুমি কাঁদছ?' জবাবে আমি বলেছিলাম, 'কারণ, তুমি খুব দ্রুত বড় হয়ে গেছ। কারণ, শিশুদের তো তাদের স্বপ্নগুলো কীভাবে ডানা মেলবে, সেটাই চিন্তা করার কথা, যুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়।' একটু চুপ করে থেকে ও বলেছিল, 'মা, তুমি আমাদের নিয়ে লেখো।' আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে ও যোগ করেছিল, 'আমাকে নিয়ে, যুদ্ধের সময় আমার জীবনটা নিয়ে লেখো। লেখো, কীভাবে আমি মিসাইলছেদকের শব্দ শুনছি, কীভাবে ভয় পেয়ে কেঁপে উঠছি। তোমাকে এসব লিখতেই হবে।' প্রতিদিন এই উত্তরে [লেবানন সীমান্তের কাছে] যুদ্ধের ছায়ায় আর গভীর হতাশার মধ্যে জীবন বয়ে চলা যে কতটা অসহনীয়, তা বেশির ভাগ ইসরায়েলির কাছে অদৃশ্য রয়ে গেছে। আমি জীবনে কখনো এতটা অসহায় বোধ করিনি। সাধারণ ইসরায়েলি যারা বসতি ছেড়ে অন্যত্র সরে গেছে আর আমরা যারা ঝুঁকি নিয়ে এই উত্তরে রয়ে গেছি, তাদের ভোগান্তি নিয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার কোনো বিদেশি পাসপোর্টও নেই, নেই অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা। আমার আছে শুধু আমার উচ্চারণগুলো। আমার পাঠকদের কাছে আমার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলা সহজ কাজ নয়। তাঁরাই-বা কেন এসব শুনতে চাইবেন? বরং আমার পিতামহের মতো তাঁরাও এটা প্রত্যাশা করেন যে আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে যাব। কিন্তু আমি তা হতে চাই না। চাই না অভ্যস্ত হতে প্রতিনিয়ত হত্যাযজ্ঞ আর মৃত্যুভয়ে জীবনযাপনে; চাই না এমন পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষের যন্ত্রণা অদৃশ্য থাকে; আর চাই না এমনভাবে দিন অতিবাহিত করতে, যেখানে যুদ্ধের নিনাদ স্থায়ীভাবে আমাদের সঙ্গী।

হারেৎজ-এ প্রকাশিত তাঁর লেখাটির ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

‘ধর্মতলা চলো’ ডাক করণদিঘির বেগুয়ায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার বাজারগাঁও এক নম্বর পঞ্চায়েতের বেগুয়া হাই স্কুলে শনিবার একুশে জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা শহীদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং রাজ্যের উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বিধায়ক গৌতম পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, “একুশে জুলাই আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে। আমি সকল তৃণমূল সমর্থকদের আহ্বান জানাই, আসুন আমরা একত্রিত হয়ে ধর্মতলায় উপস্থিত হই এবং শহীদদের স্মরণ করি।”চাকুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক মিনাজুল আফরিন আজাদ বলেন, “এই সভার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করছি যে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা সবসময় একত্রিত থাকে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে দলের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত।” এদিন উপস্থিত ছিলেন করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, চাকুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক মিনাজুল আফরিন আজাদ, করণদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ সিনহা, ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম, বাজারগাঁও এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধানের প্রতিনিধি আব্দুল মাজেদ, বাজারগাঁও দুই নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী সিংহ, বাজারগাঁও এক নম্বর অঞ্চলের সভাপতি মোখলেসুর রহমান, এবং বাজারগাঁও এক নম্বর ২ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি যামিনী সিনহা সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ। এই প্রস্তুতি সভা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তির সঞ্চার করেছে। বাজারগাঁও পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত এই সভা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে আরও ঐক্য এবং সহযোগিতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

সাংসদকে রুপোর কলম দিয়ে সংবর্ধনা মাদ্রাসায়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: রুপোর কলম দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো সাংসদকে খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসায়।মথুরাপুর লোকসভা আসনে জয়ের পরে থেকে বিভিন্ন এলাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হচছে নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদারকে।শনিবার মথুরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদারের সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসা।এদিনের এই সম্বর্ধনা সভায় বাপি হালদার কে ফুলের স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় পাশাপাশি খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফ থেকে রুপোর কলম উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয় নব নির্বাচিত সাংসদকে। ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকেও দেওয়া হয় বহু রকমের উপহার। এদিনের এই সভাতে সাংসদ বাপি হালদার সহ উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভান্ডারী, মথুরাপুর দু’নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত সরকার,খাড়ী অঞ্চলের প্রধান,উপপ্রধান সহ খাড়ি কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।এদিনের সম্বর্ধনা সভায় সাংসদ বাপি হালদার খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কেরিয়ার কর্মশালা মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: শনিবার মালদা শহরের সানাউল্লাহ মঞ্চে মালদা জেলার ১৮ টি বিদ্যালয়ের ৩০০ জন অষ্টম -নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র- ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, মালদা এবং মালদা কলেজের কেরিয়ার কাউন্সিলিং এন্ড প্লেসমেন্ট গাইডেন্স সেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। কর্মশালার শুরুতে অনুষ্ঠানের আলোচক চার জন ছাত্র - শারণ্য বৈদ্য (আই আই টি , খড়গপুর), নক্ষত্র সরকার (নিট ক্যুয়ালিফায়ার),অরিন্দম মজুমদার (বি ম্যাথ, আই এস আই ,ব্যাঙ্গালোর), অভিজিৎ রায় (আই আই টি ক্যুয়ালিফায়ার ,আই আই টি ,খরগপুর) সহ সন্মানীয় অতিথি মানস বৈদ্য , বিজ্ঞান মঞ্চের সভাপতি কে পি সিং, কার্যকরী সভাপতি মনোরঞ্জন দাস , সম্পাদক সুনীল দাস, মালদা কলেজের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সঞ্চালক পীযুষ সাহা প্রমূখদের বরণ করে নেওয়া হয়।। বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক জেলার শিক্ষা পরিস্থিতি ও মালদা কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

অংক নিয়ে অনলাইন ওয়েবিনার কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার সন্ধ্যায় ছোট ছোট শিশুদের জন্য গণিত শিক্ষার পাঠ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল অনুসন্ধান কলকাতা। এদিন সূচনা বক্তব্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অমরেন্দ্র মহাপাত্র উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আয়োজক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন এই ধরনের আলাপচারিতা আগামী প্রজন্মের মধ্যে অংক ভীতি কাটিয়ে তুলবে এবং অবশ্যই বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সাহায্য করবে। এই ধরনের অনলাইন আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে সামনাসামনি কর্মশালা করারও তাগিদ দেন ডঃ মহাপাত্র। গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত মজুমদার যোগ দেন। তিনি বলেন, গণিতে প্রচলিত পাঠ -পদ্ধতি আমাদেরকে অংকের প্রতি আকর্ষণ নয় বরং উল্টো মনোভাব তৈরি করে। শিশু অবস্থায় সংখ্যা পরিচিতি থেকে শুরু হয় অযৌক্তিক কিছু পদ্ধতি, ধীরে ধীরে তা যোগ, বিয়োগ, গুন-ভাগ, গসাগু-লসাগু, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ত বিস্তার লাভ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক নায়ীমুল হক।

মানুষের সেবায় মমতা ছিলেন, আছেন, থাকবেন: ফিরহাদ

মনিরুজ্জামান ● বাগদা

আপনজন: বুধবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। হাইভোল্টেজ এই উপনির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীদের জয়ের লক্ষ্যে ময়দানে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দলগুলো। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে মালিপোতা পঞ্চায়েত এলাকার নাটাবেড়িয়া ও কোনিয়াড়া-১ পঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরার পাশাপাশি সন্দেশখালি কান্ডের ভিডিও ভাইরাল করার জন্য দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহসিকতাকে কুর্নিশ করেন ববি হাকিম। একই সঙ্গে তিনি বলেন,লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক আসন জয় প্রমাণ করে বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। এবার বাগদা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের জয় নিশ্চিত। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় দিল্লি থেকে আগত মিথ্যাবাদী নেতারা বড় বড় বাতেলা দিয়েছিল।তাঁরা শূন্য হাতে ফিরে গেছে। বাংলায় এসে শুধু কুমিরের কান্না করে বিজেপির নেতারা। মতুয়াদের ঠকিয়েছে বিজেপি, নমঃশুদ্রদের ঠকাচ্ছে কেন্দ্রীয় বিজেপি দাঙ্গাবাজ সরকার। ববি হাকিম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, বাংলার মানুষের সেবায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

এদিনের এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস,বিধায়ক বীণা মন্ডল,বিধায়ক রহিমা মন্ডল জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ,মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, সম্রাট সহ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

এমপি ল্যাডের টাকায় সেতুর দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সেতুর দাবিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরে সেতুর দাবি জানানো হলেও সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় এদিন উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্ত হন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি পত্র পেয়ে সেতু নির্মাণের জন্য সাংসদ তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার এলাকায়পুনর্ভবা নদী পারাপারের জন্য সেতু না থাকায় এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের লোকেদের দীর্ঘদিন ধরে নৌকার উপর ভরসা করতে হয়। গ্রামবাসীদের সমস্যা আরও তীব্র আকার নেয় বর্ষার সময়। সেতু না থাকায় খেয়া পারাপারের উপরে নির্ভর করতে হয় তাদের। যার ফলে বিভিন্ন সময় সমস্যায় পড়তে হয় তাদের পাশাপাশি স্কুল কলেজে পঠন-পাঠন করতে যেতেও সমস্যায় পড়েন এলাকার পড়ুয়ারা। এদিন নিজেদের দাবি পত্র কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হাতে তুলে দেবার জন্য বালুরঘাট স্টেশন থেকে মিছিল করে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যান গ্রামবাসীরা। সেখানে সুকান্ত মজুমদারকে সেতুর দাবি জানান তারা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। এ বিষয়ে গ্রামবাসী রিংকি রায় বলেন, ‘বর্ষার সময় নদীর জল যখন বেড়ে যায় তখন সেতুর অভাবে যাতায়াত করতে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। নৌকো করে আমাদের পার হতে হয়। সব সময় নৌকো পাওয়া যায় না। তাই আজ আমরা ফটকপাড়া এলাকা থেকে এসে আমাদের দাবি পত্র মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আমাদের সব কথা শুনবার পর আশ্বাস দিয়েছেন।’

এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ওই এলাকার মানুষ বহু কষ্ট করে যাতায়াত করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াতে বেশ সমস্যায় পড়ে। আমি জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ করেছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের টাকা থেকে সেতু নির্মাণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। প্রয়োজনে আমরা এমপি ল্যাডের টাকা থেকেও কিছুটা সাহায্য করব।’

চলাচলের জন্য রাস্তা থাকলেও নেই ড্রেন

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পথে চলাচলের জন্য রাস্তা আছে। কিন্তু নেই কোন কালভার্ট। জল নিকাশীর ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টির জেরেই সেই রাস্তা দিয়ে যাতাযাতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রায় ৫ টি গ্রামের মানুষ।এই ছবি দেখা গেল মালদার চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর বাঁধপাড়া এলাকায়।স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ,প্রায় ২.৫০ কিলোমিটার রাস্তা কয়েক মাস আগে জেলা পরিষদের আরআইডিএফ এর তহবিল থেকে রামপুর ঠগ্গা মোড় হতে রানিকামাত পর্যন্ত কাজ শুরু হয়।কিছু দিন আগে রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।কিন্তু সেই রাস্তার মধ্যে একটা কালভার্ট ছিল যেটি ভেঙে নতুন করে করার কথা ছিল।কিন্তু প্রায় অনেক দিন হলো সেই কালভার্টের নির্মাণ হয়নি।রামপুর গ্রামের বাসিন্দা আবদুল জলিল বলেন,নতুনভাবে রাস্তায় মাটি পড়েছে।কিন্তু পুরনো কালভার্ট ভেঙে দেওয়া হলেও নতুন করে নির্মাণ করা হয় নি।এই কয়েক দিন ধরে বর্ষার জন্য রাস্তা দিয়ে যাতাযাতার সমস্যা হচ্ছে।প্রায় ৫ টি গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা সেই রাস্তাটি।এদিন খবর পেয়ে জেলা পরিষদের সদস্য রেহেনা পারভীন গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

ওলা ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার বিহার থেকে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কলকাতা থেকে ঝালদা যাওয়ার নাম করে নামী ক্যাব সংস্থার গাড়িতে উঠেছিল তিন দুষ্কৃতি। নিখুঁত পরিকল্পনা মতো রাস্তার মাঝে ক্যাবের চালকের সর্বস্ব লুঠ করে চালকের হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে গাড়ি নিয়ে পড়শি রাজ্যে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিরা। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা। তদন্তে নেমে বিহার থেকে খোয়া যাওয়া গাড়ি উদ্ধারের পাশাপাশি গ্রেফতার করা হল আন্ত:রাজ্য গাড়ি পাচার চক্রকে। জানা গেছে গত ১৭ মার্চ কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকা থেকে পুরুলিয়ার ঝালদা যাওয়ার নাম করে একটি নামী সংস্থার ক্যাব বুক করে তিন যুবক। ক্যাব নিয়ে সম্রাট মিশ্র নামের এক ক্যাব চালক হাজির হলে তিন যুবক তাঁর গাড়িতে চড়ে ঝালদার উদ্যেশ্যে রওনা দেয়। অভিযোগ গাড়ি নিয়ে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার বিহারীনাথের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই গাড়ির ওই তিন যাত্রী ক্যাব চালককে ছুরি দেখিয়ে দুটি মোবাইল ও নগদ টাকা সহ ক্যাব চালকের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। এরপর ক্যাব চালকের হাত পা বেঁধে দড়ি দিয়ে ফেলে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় তিন দুষ্কৃতি। পরের দিন ওই ক্যাব চালক শালতোড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে বিহারের গিরিডি থেকে সঞ্জিত কুমার রবিদাসকে গ্রেফতার করে। যে তিনজন যাত্রী গাড়ি চুরি করেছিল এই সঞ্জিত কুমার রবিদাস ছিল তাদের অন্যতম। বিকাশ ও বিজয়কে গ্রেফতারের পাশাপাশি খোয়া যাওয়া গাড়ি উদ্ধারে কোমর বেঁধে নামে তদন্তকারীরা। বিহারের পুর্ব চম্পারণ জেলা থেকে বিকাশ সাহানি নামের স্থানীয় এক গাড়ি চালককে গ্রেফতার করে শালতোড়া থানার পুলিশ।

১৫ লক্ষাধিক টাকা, হেরোইন সহ গ্রেফতার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● জীবনতলা

আপনজন: ১৫ লক্ষের অধিক টাকার হেরোইন,নগদ ৩১২০ টাকা,একটি মোবাইল ফোন সহ এক যুবক কে গ্রেফতার করলো জীবনতলা থানার অধিনস্থ ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম নাঈম মোল্লা। ধৃতের বাড়ি চন্দনেশ্বর থানার নারায়নপুরের গোজাপুর গ্রামে। ধৃতের কাছ থেকে ২৮৭ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা। ধৃতকে শনিবার আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,ওই যুবক বিপুল পরিমাণ হেরোইন নিয়ে শিয়ালদহ থেকে ঘুটিয়ারী শরীফ আসছিল। রেলপুলিশের চোখে ফাঁকি দিলেও এমন খবর গোপন সুত্রে পৌঁছায় ঘুঁটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুকুমার রুইদাস এর কাছে। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশন সংলগ্ন হালদার পাড়া অটোস্ট্যান্ডে সন্দেহভাজন ওই যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ধরা পড়ে যায়।

আম কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ এক ছাত্র

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আম বাগানে কুড়াতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ছেলেকে ফিরে পেতে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিখোঁজ ছাত্রের বাবা রাম মন্ডল। জানা গেছে নিখোঁজ স্কুল ছাত্রের নাম অমিত মন্ডল বয়স ১২ বছর।

ভূতনি নন্দিটোলা হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত সে।বিগত আনুমানিক ১৯ দিন আগে নিখোঁজ হয় অমিত বলে খবর। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, সকাল আনুমানিক সাত’টা নাগাদ টিউশন থেকে বাড়ি ফিরে অমিত। এরপর বাড়ি থেকে একটি ব্যাগ নিয়ে আম বাগানে আম কুড়াতে যাই অমিত।

দীর্ঘ সময় কেটে গেলে বাড়ি ফিরে না আসায় অমিতকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। কোন সন্ধান না পেয়ে ভুতনি থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন অমিতের পরিবারের লোকজন। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাবা রাম মন্ডল। তবে খবর লেখা পর্যন্ত অমিতের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

যুব সভাপতির নামে ফোন করে টাকা দাবি

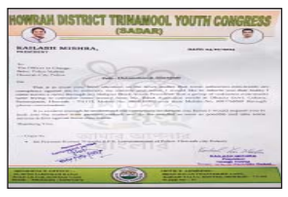

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: যুব সভাপতির নাম নিয়ে ভুয়ো ফোন কলে টাকা দাবি, টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধৃত প্রতারক। অভিযোগ, হাওড়া জেলা তৃণমূল যুব সভাপতির নাম ব্যবহার করে ওই ভুয়ো ফোন করা হয়েছিল। ফোনে একাধিক ব্যবসায়ীর কাছে রথের অনুষ্ঠানের জন্য টাকা দাবি করা হয়েছিল। রামরাজাতলা জগাছা এলাকার এক ব্যবসায়ী ওই ভুয়ো ফোন কল পেয়ে বিষয়টি দলের শিবপুর নেতৃত্বকে জানান। এর পাশাপাশি জগাছা থানায় যোগাযোগ করেন তিনি। এরপর ফাঁদ পেতে ওই ব্যক্তিকে টাকা নিতে আসতে বলা হয়। আজ সকালে টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান বালির ওই ব্যক্তি।
ওই ব্যক্তিকে এদিন টাকা নিতে ডাকা হয় রামরাজাতলায়। সেখানেই আগেভাগে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূলের যুব কর্মীরা ও জগাছা থানার পুলিশ। টাকার খাম নেওয়ার পরই প্রতারক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরা হয়। পুলিশ তাকে আটক করে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বীরভূম জেলা পুলিশে রদবদল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের অফিস হইতে ডিও নম্বর ২৮৮৬ এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যেখানে জেলার বিভিন্ন থানা ও পুলিশ লাইন থেকে এসআই পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকদের বিভিন্ন থানা এলাকায় রদবদল ঘটানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত সেখানে দেখা যাচ্ছে বন্ধন দেওঘরিয়া লাইন ওআর থেকে সাঁইথিয়া থানায় ওসি হয়ে যাচ্ছেন। রাজনগর থানার ওসি থেকে ইলামবাজার থানায় ওসি হয়ে যাচ্ছেন দেবাশীষ পন্ডিত। সিউড়ি থানা থেকে রাজনগর থানার ওসি হয়ে আসছেন সামিম খান। খয়রাসোল থানার ওসি হয়ে আসছেন সিউড়ি থানা থেকে সেখ কাবুল আলী। অন্যদিকে খয়রাসোল থানার ওসি থেকে দুবরাজপুর থানার ওসি হয়ে যাচ্ছেন তপাই বিশ্বাস। ওসি ডিসিআরবি থেকে সদাইপুর থানার ওসি র দায়িত্বে আসছেন মহম্মদ মিকাইল মিঞা। কীর্নাহার থানার ওসি হয়ে সদাইপুর থানা থেকে যাচ্ছেন আশরাফুল সেখ।

আগুনে মারার চেষ্টা, আরও একজনের মৃত্যু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর সংলগ্ন এলাকা রজতপুরে হাড়হিম করা ঘটনায় তিনজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। গতকাল দুজন মারা যান মা ও ছেলে। আজ সকালে পরিবারের আরও একজন মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় মোট তিনজনেরই মৃত্যু হল। পুলিশ একজনকে আটক করেছে স্মৃতি বিবিকে অপর আরেকজন চন্দন শেখ ফেরার। যদিও এই ঘটনা মোর নিয়েছে অন্যদিকে স্থানীয় সূত্রের খবর পরকীয়ার জেরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটনা। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আরো কেউ জড়িত আছে কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে রয়েছে। সেই রকম অপরদিকে গ্রামের শোকের ছায়া নেমে এসেছে এই তিনজনের মর্মান্তিক এইভাবে মৃত্যুতে। এই ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলে বীরভূম পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশের আধিকারিক বৃন্দ। পুলিশ তৎপর এই ঘটনায় জড়িতদের ধরার জন্য। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যাহাতে কোন অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা না ঘটে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নয়া ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সেমিনার সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এবং বীরভূম জেলা পুলিশের সহযোগিতায় সিউড়ি ডি আর ডি সি র সভাকক্ষে নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মূলত সম্প্রতি যে নতুন তিনটি ক্রিমিনাল আইন সংযোজিত হয়েছে সে সম্পর্কেই এই আলোচনা শিবিরের আয়োজন বলে জানা গেছে। নতুন তিনটি আইনের মধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অর্থাৎ বি এন এস, দ্বিতীয়ত নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা অর্থাৎ বি এন এস এস এবং তৃতীয়ত ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম অর্থাৎ বি এস এ। উক্ত আইনগুলির তাৎপর্য কি, নতুন আইন গুলি কিভাবে কার্যকর হতে পারে, কি প্রভাব পড়তে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েই মূলত আলোকপাত করা হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর তথা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বিভাস চ্যাটার্জী এবং এপিপি কেসব দেওয়াসী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি কুনাল মুখার্জি, জেলা জর্জ আরতি শর্মা রায়, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি সুপর্ণা রায় এছাড়াও ছিলেন এ ডি জে, ডি এস পি ট্রাফিক, আইসি, জেলার থানা থেকে আগত পুলিশ আধিকারিক সহ পার্শ্ব আইনি সহায়কগণ।

মেদিনীপুর শহরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: শনিবার ভোর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো সিট্টু খান(৩৩) এক যুবকের ।সিট্টুর বাড়ি বীরভূমের পাইকর থানার মিত্রপুরে। রাজমিস্ত্রির কাজের সুবাদ মেদিনীপুরের গোলাপিচক এলাকায় নিজের বিট্টু খান সহ অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। শহরের পালবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে কাজ চলছিল। সেখানেই কাছ সেরে ভোর রাতে নিজের বাইকে করে ফিরছিলেন বছর ৩৩-র যুবক। পালবাড়ির জীবনদীপ কমপ্লেক্সের কাছে রাস্তার পাশে একটি ইলেকট্রিক খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে, ঘটনাস্থলেই সিট্টু খান নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

‘রা’ পত্রিকার রজনীকান্ত সেন সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ত্রৈমাসিক রা পত্রিকার রজনীকান্ত সেনকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুকমল দাস, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বাচিকশিল্পী অনিতা রায় মুখার্জী।
অনুষ্ঠানের শুরুতে সুরনন্দন ভারতীর বিভাগীয় প্রধান ও জন্মলগ্ন থেকে জড়িয়ে থাকা নৃত্যগুরু স্নুহি চৌধুরী-র স্বরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিজয় চৌধুরী।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

আপনজন ■ রবিবার ■ ৭ জুলাই, ২০২৪

■ প্রবন্ধ: নিখিল বিশ্বের অনন্য সুফি-দার্শনিক শেইখ আবদুল কাদির জিলানি
■ নিবন্ধ: হারিয়ে যাওয়া পালকির খোঁজে
■ অণুগল্প: রথের মেলা
■ ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
■ ছড়া-ছড়ি: প্রত্যাশিত পূণ্য-ধাম

নিখিল বিশ্বের অনন্য সুফি-দার্শনিক
শেইখ আবদুল কাদির জিলানি

ইসলাম চর্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, মর্যাদা, গাম্ভীর্য আর সম্ভ্রম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তোলার অভিপ্রায়ে এই উপস্থাপনা। সভ্যতার আলোকবর্তিকাটি ইসলাম-ই মধ্যযুগ থেকে জ্বালিয়ে রেখেছিল। সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানের অন্তহীন বিকাশে মদদ করেছে। বিভিন্ন সুফি-সাধক ইসলামের মর্মবাণীকে আরও বিকশিত করেছে। অত্যুজ্জ্বল এই মহত্তম বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন এই বঙ্গের মেধা আর মননের অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি অন্বেষক-ইতিহাসবিদ **খাজিম আহমেদ।**

শেইখ আবদুল কাদির জিলানির নাম নিখিল বিশ্বের ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের এমন কোন বিদগ্ধজন নেই যাঁরা কিনা শেইখ আবদুল কাদির জিলানির গুণমুগ্ধ নন। ৪৭০ হিজরিতে প্রায় 'ইনসান-উল-কামিল' (পূর্ণ মানব) জিলানির জন্ম হয়েছিল। জিলান নামক একটি অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সেই সুবাদে তাঁর মূল নামের শেষে জিলানি শব্দ পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই অভিজাত অঞ্চলটির ভৌগলিক অবস্থান ছিল পারস্যের অন্তর্গত একটি অংশে। তাঁর উদারতা, মহানুভবতা এবং সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে ইসলামাশ্রয়ী বুজুর্গবর্গ সম্যক ওয়াকিবহাল রয়েছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ তাঁর সম্পর্কে অন্তহীন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর দার্শনিক চিন্তা তাঁদের প্রভাবিত করেছে।

শৈশব থেকেই অনুধাবন করা গেছিল যে শিশুটি ব্যতিক্রমী স্বভাবের পরিচয় রাখছেন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল প্রবাদ বাক্যের মতো। বয়স ১৮-পূর্ণ যুবায় রূপান্তরিত হলেন এবং তৎকালীন দুনিয়ার শিক্ষা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাগদাদ মহানগরীতে শিক্ষার্জনের অভিপ্রায়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর মেধা ও মনন বিকাশের বিস্তীর্ণ পরিসর পেলেন। ছাত্র হিসেবে শেইখ আবুল কাদির জিলানি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং অবশ্যই প্রতিভাধর। খুব অল্প এবং বাস্তবোচিত সময়ের মধ্যেই সেখানকার তাবৎ সুধিজনের স্নেহ-ভালবাসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহুল বিদ্বজ্জন পরিচিতির ফলে জানা-অজানা বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। এর সূত্র-সন্ধানে তাঁর নিজস্ব অর্জিত ঔজস্বিতাকেই নিয়োগ করতেন। ছাত্রজীবন শেষে প্রার্থনা, জ্ঞানচর্চা এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুফি-দার্শনিকের চারিত্রিক প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রায় চারদশক তিনি ইসলামি চিন্তাচর্চার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের মারফত স্বোপার্জিত জ্ঞানরাশি লিখিতভাবে নথিপত্র, কিতাব, পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য ৪০০ (চারশত) শিক্ষিত কলমচির প্রয়োজন পড়েছিল। এই বিষয়টি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে চিন্তা-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি একটি বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন।

এইবারে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনতরো একটি বিষয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনেও ঘটেছিল। বিষয়টি খোলসা করি: তিনি বিশেষভাবে বাস্তববাদী একজন পণ্ডিত-দার্শনিক। নিজে যা পালন করতে অপারগ হতেন তা অন্য কাউকে পালন করতে উপদেশ দিতেন না। একটি বিশেষ আগ্রহউদ্দীপক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার এক বৃদ্ধা মহিলা শেইখ আবদুল কাদির জিলানির কাছে এই আবেদন করলেন যে তাঁর পুত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত মিষ্টি খেতে আগ্রহী এবং অভ্যস্তও বটে। শেইখ আবদুল কাদির জিলানির কাছে বৃদ্ধা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে তিনি যেন তাঁর পুত্রকে মিষ্টি না খাওয়ার জন্য 'নসিহত' করেন। শেইখ জিলানি এই বাবদে সেদিন কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না। বৃদ্ধাকে তিনি বললেন যে, তিনি যেন কয়েকদিন পরে এসে আবার দেখা করেন। বৃদ্ধা মর্মাহত হলেন। কেননা তাঁর পুত্রকে শোধন করার কোনও পরামর্শ তিনি পেলেন না। কিছুদিন বাদে উক্ত বৃদ্ধা পুনরায় এলেন। এইবার শেইখ আবদুল কাদির জিলানি কিশোরটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বাবা তুমি বেশি মিষ্টি খেয়ো না। এতে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো।' বৃদ্ধা-মহিলা হতচকিত হয়ে সুফি-দরবেশ শেইখ আবদুল কাদির জিলানিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাত্মন– এই কথাটি প্রথম দিনই তো বলতে পারতেন।' শেইখ জিলানি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মা আমি ওই সময়ে নিজেই মিষ্টিতে আসক্ত ছিলাম। নিজে যা পরিত্যাগ করতে অপারগ ছিলাম– তাহলে আমি আপনার পুত্রকে কিভাবে মিষ্টি খেতে নিষেধ করতাম! আমি নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছি। এবার তাকে নিষেধ করতে পারি। আমি আশা করি মহান আল্লাহ এবার আমার প্রার্থনার মূল্য দেবেন।'

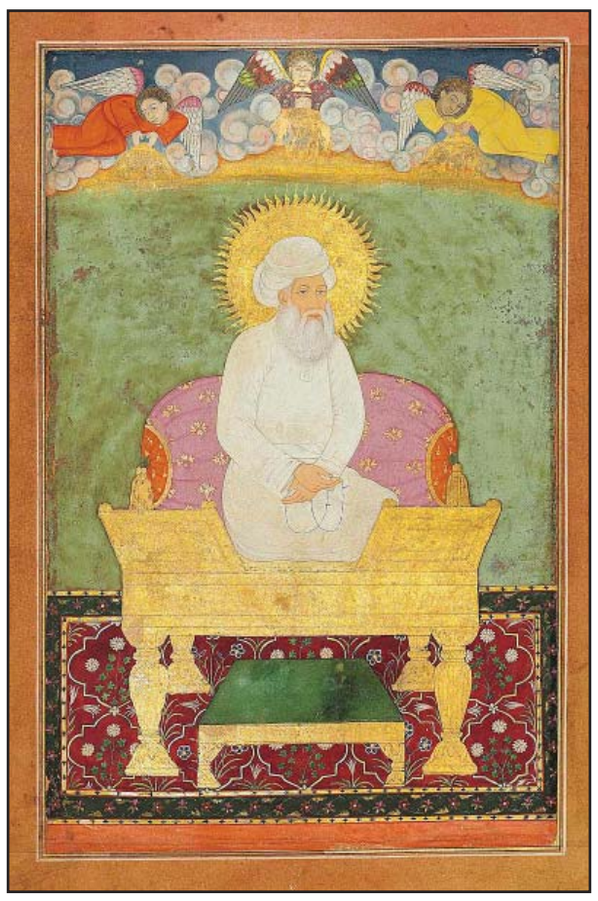

মুঘল আমলের চিত্রকলা: অস্বচ্ছ রঙিন কাগজের উপর সোনার জল কনা দিয়ে ১৬৮০ সালে আঁকা চিত্রে একটি মার্জিত ফুলের গালিচায় বসে থাকা কল্পিত আবদুল কাদির জিলানি।

অসাধারণ নির্মল চারিত্র্যের অধিকারী ধর্মপ্রাণ জিলানি কথার চেয়ে কাজের প্রতি মর্যাদা আরোপ করতেন। শেইখ জিলানির জীবন ছিল ইসলামি ভাবাদর্শের মূর্ত অভিব্যক্তি। তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল নৈতিকাদর্শের প্রকাশ। ইসলামের মৌলিক আদর্শ এবং তাঁর মানবীয় ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক একটি জীবনধারা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ইসলামি দুনিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে শেইখ আবদুল কাদির অশেষ মান্যতা পেয়ে থাকেন। তাঁর আত্মার সঙ্গে শান্তির সহাবস্থান হোক। এক্ষণে আমরা ভিন্নতর একজন সুফি-দার্শনিক, অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকের দু'একটি তথ্য পেশ করব। বর্তমান প্রজন্ম যেন তাঁর নামের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। আবুল কাশিম আল্ জুনেদ বাগদাদী একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। জুনেদ বাগদাদী তাঁর সমচিন্তা বা সমধারার চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইসলামি চিন্তাচর্চার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার ব্যাপক সংশ্লেষ তিনি করেছিলেন। জুনেদ বাগদাদী। সুফিবাদের একটি ধারা ইবন মুহম্মদ আল মুহাওয়ান্দি নামে পরিচিত ছিল। গণতান্ত্রিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানবতাবাদের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করতেন। ঐতিহাসিক নানান প্রেক্ষাপটে মতবাদটি কিয়ৎকাল উপেক্ষিত হয়। ক্ষীয়মান হয়ে ওঠে। আবুল কাশেম আল্ জুনেদ বাগদাদী এই মতবাদটিকে উজ্জীবিত করেন। সঙ্কট মুক্ত করেন চিন্তার এই শ্রেণিটিকে (A class of thought).

জুনেদ তাঁর কিশোর বেলা থেকেই ইসলামি জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী আর জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেন। তিনি চিন্তা করতেন খুব সুশৃঙ্খলভাবে এবং সময়ের বিচারে অগ্রবর্তী উপাদানের প্রতিও তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল চমকপ্রদ।

জুনেদ প্রায় শিশুকাল (মাত্র ৭ বছর বয়সে) থেকেই ইসলাম সম্পর্কে সম্পৃক্ত অঞ্চলগুলো তাঁর পিতৃ ও মাতৃকূলের আত্মজনদের সঙ্গে দেখে এসেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। ধর্মীয় নির্দেশ ও আইনের প্রতি জুনেদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল অশেষ। তিনি দাবি করেছিলেন যে সুফি-মতবাদ আল্ কুরআনের উপরেই নির্ভরশীল। জুনেদ আরও বলতেন এবং বিশ্বাস করতেন, জাগতিক জীবন পরীক্ষামূলক। আল্লাহর আদেশের প্রতি মাথা নত এবং সৎকাজ করে মানুষ মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছয়। সুফি তাত্ত্বিক দর্শন প্রচারকবর্গের মধ্যে জুনেদ একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র।

জুনেদ বাগদাদীকে অনেকেই 'Peacock of Learned' বলে সম্মানিত করেন। তিনি প্রায় ৩০ বার মক্কা ভ্রমণ করেছিলেন পায়ে হেঁটে। প্রার্থনার প্রতি ছিল অতলান্তিক এক অনুরাগ। মহান আল্লাহর ৯৯ নাম তিনি উচ্চারণ করতেন প্রার্থনার সময়। ৪০ বছর ধরে তাঁর অতিন্দ্রীয়বাদ প্রচার করেন। জুনেদ বেশকিছু কিতাব রচনা করেছিলেন। বিস্ময়ের কথা এগুলো পাণ্ডুলিপি হিসেবে বাগদাদে এখনও সুরক্ষিত বলা যেতে পারে। তাঁর 'কিতাব আল্ ফানাহ' তাঁর দর্শন চর্চার স্মারক হিসেবে এখনও মধ্যপ্রাচ্যের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠ্য হয়ে বহাল তবিয়তে টিকে রয়েছে। এখনও এই সময় মতবাদ বিভিন্ন দেশের অ্যাকাডেমিক স্তরে বিশ্লেষণ হচ্ছে সেও ভারি চমকপ্রদ বিষয়। মনে রাখা দরকার, 'Truth is ever discoverable'.

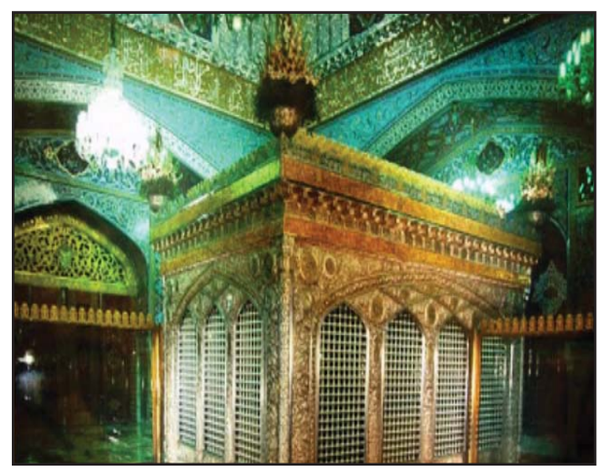

বাগদাদের আল রুসাফায় আবদুল কাদির জিলানি রহ-এর মাজার

হারিয়ে যাওয়া পালকির খোঁজে

প্রিন্স বিশ্বাস

আগের দিনে দাপুটে লোকেরা পালকিতে চড়ত। সাধারণ মানুষ ছিল অত্যন্ত গরিব এবং দূরের যাত্রা করতে পায়ে হেঁটে চলত। কিন্তু জমিদার বা রাজা-মহারাজাদের জন্য পালকি ছিল অন্যতম প্রধান বাহন। যদিও ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়িও ছিল, পালকি ছিল ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীক।

একশ বছর আগেও দেশে মোটরগাড়ি ছিল না, রেলগাড়ির প্রচলন কেবল শুরু হয়েছিল। রেলগাড়ির আগের সময়ে মানুষ গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি এবং পালকির ওপর নির্ভর করত। পরিবারের লোকেরা ছোটখাটো দূরত্বে চলাচলের জন্য পালকি ব্যবহার করত। পালকির ব্যবহার ঠিক কত আগে শুরু হয় তা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। মিসরীয় ও মায়া সভ্যতার চিত্রলিপিতে পালকির ছবি পাওয়া গেছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা বাল্মিকীর রামায়ণেও পালকির কথা বহুবার এসেছে। পুরাণকাহিনিতে পালকির ব্যবহার শুধু ঠাকুর-দেবতাদের জন্য উল্লেখ আছে। আদিম যুগের মানুষ পশু শিকার করে খাদ্যের চাহিদা মেটাত। তারা শিকার করা মৃত পশু বড় একটা লাঠির মাঝখানে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে। শিকার বহনের এই পদ্ধতিই পরে পালকির ধারণা তৈরি করে বলে মনে করেন অনেক ঐতিহাসিক। মোগল আমলে রাজপরিবারের নারীদের মধ্যে পালকি বেশ জনপ্রিয় ছিল, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। মোগল রমণীরাও সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন পালকি চড়ে। সম্রাট হুমায়ুন সিংহাসনে বসার কিছুদিন পরেই ক্ষমতাচ্যুত হন বাংলার শাসক শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে। এরপর বহুদিন তিনি ফেরারি ছিলেন এবং অল্প কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন গুজরাট-মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে। হুমায়ুনের স্ত্রী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতেন পালকিতে চড়ে। গুজরাটের মরুপ্রান্তরে পালকিতে ঘুরতে ঘুরতে জন্ম নেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সম্রাট আকবর।

সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও পালকি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'পালকির গান' ছড়ায় তুলে ধরেছেন গাঁয়ের পথে চলা পালকির এক অবিস্মরণীয় চিত্র– "পালকি চলে!/ পালকি চলে!/ গগন তলে/ আগুন জ্বলে!/ স্তব্ধ গাঁয়ে/ আদুল গায়ে/ যাচ্ছে কারা/ রোদ্র সারা..."। পরে এই ছড়াটি কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গান হিসেবেও খ্যাতি লাভ করে। পালকি নিয়ে গান গেয়েছেন ভূপেন হাজারিকাও। তাঁর 'দোলা হে দোলা' গানটিতে তিনি পালকির বেহারাদের দুঃখভরা জীবনসংগ্রামের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

যাঁরা পালকি বহন করতেন তাঁদের বলা হতো বেহারা বা কাহার। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিতে হতদরিদ্র কাহার সমাজের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার সেই ছোট্ট ছেলেটির মা-ও পালকিতে চলছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পালকিতে চড়ে ঘোরাঘুরি করতেন। শিলাইদহের জমিদার থাকার সময় প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি পালকি ব্যবহার করতেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্রকুঠিতে আজও তাঁর ব্যবহার করা বেশ কিছু পালকি রাখা আছে। কুষ্টিয়ারই আরেক বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনও পালকিতে চড়তেন। বিষাদ-সিন্ধু উপন্যাসের জন্য খ্যাত এই লেখকের ব্যবহৃত একটি পালকি তাঁর লাহিনীপাড়ার বাড়িতে রাখা আছে।

পালকি আসলে কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট বাহন। সাধারণত পালকিতে একজনই চড়তে পারতেন, তবে বড় পালকিতে একাধিক মানুষের বসার ব্যবস্থাও ছিল। পালকির আকার-আকৃতি ছিল নানা রকম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পালকির প্রচলন ছিল। দেশের সামাজিক রীতিনীতির ওপর নির্ভর করত পালকি দেখতে কেমন হবে। কোথাও একেবারে বন্ধ-গুমোট পালকির চল ছিল, কোথাওবা ছাদখোলা পালকি। আমাদের উপমহাদেশের পালকির চেহারা ছিল চারকোনা সিন্দুকের মতো। দুপাশে দুটো দরজা–কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা দরজা। কিছু পালকির চেহারা সিংহাসনের মতো। ওপরের দিক খোলা আরামদায়ক এক চেয়ার যেন। ব্রিটেনের অভিজাত লোকেরা যেসব পালকিতে চড়তেন, সেগুলোতে শোবার ব্যবস্থাও ছিল। পালকির সামনে ও পেছনে এক বা একাধিক লম্বা হাতল থাকত। সেই হাতল কাঁধে রেখে বেহারা পালকি বয়ে নিয়ে চলতেন। পালকির আকারের ওপর নির্ভর করে পালকির ভার বইতেন দুই, চার, ছয়, আট এমনকি ষোলো জন বেহারা। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে, ভীষণ কষ্ট সয়ে বেহারারা পালকি বয়ে নিয়ে যেতেন মাইলের পর মাইল। কষ্ট ভুলতেই তাঁরা একটি ছন্দ আওড়াতেন–"হুনহুনা, হুনহুনা।"

পৃথিবী বদলে গেছে, রাজাদের রাজত্ব গেছে, জমিদারের জমিদারিও গেছে। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, রিকশা ইত্যাদি নানা রকম যানবাহন এসেছে। এসব যানবাহনে ধনী-গরিব সবাই চলাচল করতে পারে। বিয়েতেও আজকাল নানা রকম বাহারি গাড়ি ব্যবহৃত হয়। ইতিহাসের দায় মিটিয়ে তাই হারিয়ে গেছে পালকি। শেষ হয়েছে কাহারদের রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা কষ্টের জীবন। পালকির স্থান এখন ইতিহাসের পাতায়, সিনেমার পর্দায় এবং জাদুঘরের শোকেসে।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

ছয়

'ভাল আছে সবাই। আর কষ্ট হবে কেন? যখন তোমার আর মনি কাকার কথা মনে পড়ে তখন খুব কষ্ট লাগে। মনে আছে ফুফু, শীতকালের সেই দিনটার কথা? আমি খেঁজুরের রস খাবো। তুমি মনি কাকাকে বলে খেঁজুর গাছে উঠালে রস পাড়তে। গাছের মাথায় বাঁধা ঠিলেটা ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ। মনি কাকা যেই না গাছের অর্ধেকটা উঠেছে অমনি জব্বার মোল্যা কেরে কেরে বললে আমরা সেকি দৌঁড়। আর মনিকাকা ভয়ে গাছ থেকে পড়েই গেলো। আর একটু হলেই মনিকাকা ধরা পড়ে যেতো জব্বার মোল্যার হাতে। সেদিন বাড়িতে এসে মনিকাকা সেকি বকা তোমাকে।' হেসে ওঠে তিতলি ও সুজন।

হাসির শব্দ শুনে ছুটে আসে সূচনা বেগম। রাগান্বিত স্বরে বলে ওঠে, 'এত হাসাহাসি কিসের? এদিকে ভাত-তরকারি যে চুলায় রয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে?'

মুহূর্তে তিতলির মুখ থেকে হাসির রেখা উড়ে গেলো। সাথে সাথে তার নিজস্ব পৃথিবীতে যেন আঁধার নেমে আসে। রায়হান বাড়ি থেকে যাবার পর তিতলির মুখে এই প্রথম হাসি ফুটেছিল। কিন্তু সূচনা বেগম তা কেড়ে নিল এক নিমেষে।

'ভাবী তোমাকে আবার রান্না ঘরে আসতে কে বললো? তুমি যাও খাবার টেবিলে, আমি সবকিছু নিয়ে আসছি।'

সুজন বলে ওঠে, 'মা ফুফুকে তুমি এত খাটাও কেন? তারতো পড়াশুনা আছে। কলেজে যায়, কত বড়বড় বই পড়তে হয়। সংসারের যদি সব কাজ সে করে তবে পড়াশুনা করবে কীভাবে?'

সূচনা বেগম চোখ কপালে তুলে বলল, 'তোকে এসব কথা বানিয়ে বানিয়ে কে বলেছে খোকন? নিশ্চয়ই তিতলি বলেছে। তোর ফুফু সব কাজ করে সংসারের! আর আমি বুঝি কোন কিছু করি না?'

'ফুফু কেন বলবে? আমার দুটো চোখ আছে, আমিতো সব দেখতে পারি। অন্যের কথা বিশ্বাস করতে হবে কেন? আমিতো নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছি। আর তুমি কাজ করার কথা বলছো? তুমিযে কতো কাজ করো তাতো আমি এসেই দেখেছি।'

তিতলি সুজনের কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাও ভুলে গেছিস?'

'থাক থাক, জুতো মেরে আর গরু দান করতে হবে না। এসব কথা যে কে শিখিয়েছে সেতো আমি জানি। নইলে একটুকু বাচ্চা এমন কথা শিখবে কীভাবে?'

'না মা; ভাল কথা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। নিজে নিজে জানা হয়ে যায়। তুমি মিছেমিছি ফুফুকে দোষারোপ করছো। আমি এর পরের বার এসে যদি দেখি যে ফুফুকে তুমি ঝি-চাকরাণীর মত খাটাচ্ছো তবে আমি আর কখনও এ বাড়ির ছায়া মাড়াবো না। নিজেদের বাড়ির চেয়ে মামাদের বাড়ি ঢের ভাল। আমি কালই চলে যাবো সেখানে।'

'কালই যাবি কেন খোকন? এইতো কেবল এলি! আর ক'টা দিন থেকে যা বাবা।'

'না মা; এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। যে বাড়িতে শান্তি নেই সে বাড়ি নরকের চেয়েও বিষাক্ত।' অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো মায়ের সামনে কথা বলে সুজন। তার কথায় বোঝার উপায় নেই, সে এখনও স্কুলে পড়ে- বালক!

সকালে ঘুম থেকে উঠে তিতলি সুজনকে গোসল করিয়ে জামা কাপড় পরিয়ে দেয়। সে মামা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সবাই মিলে বোঝালেও কাজ হয় না। তার মা অনেকবার বলেছিল, 'এইতো এলি বাবা; না হয় আর ক'টা দিন থেকে যা। ইত্যাদি-ইত্যাদি' ছেলে মায়ের কথা শোনে না।

সাত

'চাকুরী সোনার হরিণ' এই প্রবাদটা বহুদিন- বহুযুগ ধরে চলে আসছে। যারাই এর পেছনে ঘুরেছে তারাই বুঝেছে মর্মার্থ। কারো জুড়ার সুকতলা ক্ষয় হয়েছে, কেউ হয়েছে বিবাগী। কেউ স্বর্গের নাগাল পেয়েছে- কেউ হয়েছে দেশান্তরী। পনের দিন গত হলো রায়হান স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করেছে। এই কাজটা জোগাড় করতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বেতনে নিজের হাত খরচটা কোন রকমে চলবে হয়তো, কিন্তু তার চিন্তা ছোট বোনটাকে নিয়ে। সে দু'বেলা দু'মুঠো ঠিকমতো খেতে পারছে কী না, ভাই-ভাবীর সংসারে কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সংবাদপত্রে কাজ করার পাশাপাশি অন্য কোথাও কাজ পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করতে থাকে।

বিশেষ একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্যে পত্রিকার সম্পাদক রায়হানকে সিলেটে যাবার কথা বলায় সে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে যায়। পরপর দুটো কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে অপেক্ষাকৃত দূরের একটি টিকিট কাউন্টারে যাবার জন্যে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। একটি প্রাইভেটকার তার পাশ কেটে সামনে যেয়ে আবার পেছনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ির গ্লাস নামিয়ে একটি মেয়ে বলল, 'আপনি সেই লোকটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিইতো।'

থতমত খেয়ে রায়হান বলল, 'ইয়ে মানে; আপনাকেতো ঠিক...।'

রায়হানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, 'চিনতে পারছেন না? মানুষ মানুষকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় আজ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না।'

রায়হান মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসলে আপনাকে ঠিক আমি মনে করতে পারছি না।'

গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে রায়হানের মুখোমুখি হয় মেয়েটি।

'আপনার কী কিছুই মনে নেই? আমি রূপা। একদিন আমার গাড়িতে এক্সসিডেন্ট করেছিলেন। আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। সামান্য সেরে উঠতেই আপনি চলে আসলেন হাসপাতাল থেকে। আমার কোন কথাই আপনি সেদিন রাখেননি।'

'ও আপনি! আপনাকে চিনতে না পারার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে সারাক্ষণ বিভিন্ন চিন্তা ভাবনায় অনেক কিছু ভুল হয়ে যায় ইদানীং।'

'সেদিনতো কোন কথাই হলো না। কিছু মনে না করলে আজ অন্ততঃ গাড়িতে উঠুন। কিছু সময় গল্প করে কাটানো যাবে।'

'না মানে...।'

'ঠিক আছে, আপত্তি থাকলে দরকার নেই।'

'না না; আপত্তি থাকবে কেন? আমি আসলে এখানে টিকিট কাটতে এসেছি।'

'কেন কোথায় যাবেন?' রূপার প্রশ্ন।

'সিলেটে।'

'সত্যি বলছেন?'

'এখানে মিথ্যার কী আছে?'

'আসলে আমিতো সিলেটের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। তাই ভাবছি এভাবে আপনার গন্তব্যের সাথে মিললো কীভাবে।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি যদি আমাকে আপন ভাবেন তাহলে টিকিট কাটার দরকার নেই। চলুন একসাথে যাই।'

'না তার দরকার হবে না মনে হয়।'

'কেন?'

'আমি টিকিট পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই।'

'আপনি পাবেন; আমি কখন বললাম আপনি পাবেন না?'

'ঠিক তা নয়-।'

'আমার সাথে যেতে আপনার কোন আপত্তি আছে?'

'না। কিন্তু...'

'আপত্তি না থাকলে আবার কিন্তু ফিন্তু টানছেন কেন? উঠে পড়ুন।'

রায়হানের নীরবতা দেখে রূপা বলে ওঠে, 'ও আচ্ছা, আপনি রেডি হয়ে আসেননি বুঝি?'

'তা তেমন নয়।' রায়হানের উত্তর।

'আপনি চানতো আমি অপেক্ষা করি; আপনি বাসায় যেয়ে ফ্রেস হয়ে আসুন।'

'আমি ব্যাচেলর মানুষ। ফ্রেস হবার কিছু নেই।'

'তাহলে আপত্তিরও কিছু নেই। উঠে বসুন।'

রায়হান আর কোন আপত্তি করে না। গাড়িতে উঠে বসে।

আট

গাড়ি চলছে তার নিজস্ব গতিতে। পীচঢালা মহাসড়কের চারপাশের গাছগুলো যেন দেঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে। গাড়ির স্টিয়ারিং রূপার হাতেই। পীঠের ওপর দীঘল খোলা চুল, চোখে সানগ্লাস আর বুকের ওপর ওড়নাটা হালকা কালো চেকের ওপর মেরুণ কালারের ছাপ অন্যরকম করে তুলেছে তাকে। রায়হান তার পাশের সীটে বসে থাকলেও সে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছে আপন ভঙিতে। কারো মুখে কোন কথা নেই। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে রায়হান রূপার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম।'

'কষ্ট! কিসের?' রূপার বিস্ময়বোধক প্রশ্ন।

'এই যে আপনি নিরিবিলি যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে আমি আবার ঝামেলা বাঁধালাম।'

'আপনি এটাকে ঝামেলা বলছেন কেন? সারাক্ষণতো একা একাই থাকি, আজকের এটুকু সময় না হয় অন্যভাবে কাটালাম।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না?'

'না বোঝারতো কিছু আমি বলিনি।'

'আমি যতদূর জানি, ধনীর দুলালীদের বন্ধুর অভাব হয় না। তারা যখন যা চায় তখন তা পায়। তাছাড়া আপনার বাবা-মা...।'

কথা শেষ করতে পারে না রায়হান। রূপা বলে ওঠে, 'আমাকে দেখে কী আপনার তাই মনে হয়? আমাকে কী খুব সুখী মনে হয়?'

'মনে হওয়াটা কী স্বাভাবিক নয়?'

'হয়তো আপনার দিক থেকে স্বাভাবিক। তবে অর্থ দিয়ে সব বিচার করা যায় না।'

'যার অর্থ আছে তার কাছে আকাশের চাঁদও অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'আপনার এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত তা আমি এক বাক্যে বলতে পারি।'

'আপনি ধনীর মেয়ে। টাকা-পয়সা না থাকার যন্ত্রণা যে কী ভয়ঙ্কর তা আপনি জানেন না। দারিদ্রতার কষাঘাতে পড়ে মানুষ অনেক কিছু করে, এমনকি নিজের রক্ত বিক্রি করতেও দ্বিধাবোধ করে না।'

'সেটা হয়তো ঠিক; তাইবলে টাকা পয়সা সব সময় সুখ দিতে পারে না।'

'আপনি সুখী কিনা তা ঠিক বলতে পারবো না। মানুষের বাইরের রূপ দেখে বোঝা যায় না সে সুখী কী অসুখী।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার বাবার অনেক টাকা। যাকে বলে টাকার পাহাড়। সেই টাকার পাহাড় দিয়ে আমার জন্য সুখ কিনে দিয়েছে।' হেসে উঠে রূপা। হাসতে হাসতে বলে, 'আমি এ পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী মানুষ।' বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় রূপার।

'আপনার চোখে পানি!' প্রশ্ন রায়হানের।

'পানি হবে কেন? এতো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।'

'না জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম। ক্ষমা প্রার্থী তার জন্য।'

'ঠিক আছে। আসলে আপনার-ই বা কী দোষ বলুন; দোষ আমার নিয়তির। যাক এসব কথা; আপনার নামটা কিন্তু বলেননি আমাকে?'

'আমি রায়হান।'

'আমার নামটা আগেই বলেছি। তবুও আবার বলছি, নাম রূপা। বাড়ি গুলশান এগারো নম্বর সেক্টর, চুয়াল্লিশ নম্বর বাসা।'

রূপা গাড়ি চালাচ্ছে। চুলগুলি এলোমেলো হয়ে হারিয়ে যাবার জন্যে উদ্যত বাইরের খোলা প্রান্তরে। কপালের এক গোছা চুল আধো চাঁদোয়ার মতো হয়ে আছে। চোখের পাঁপড়িগুলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঝরে পড়া সোনালী ঈগলের পালকের ন্যায় উথাল পাথাল যেন। পাতলা ঠোঁটের ওপর হালকা গোলাপী লিপিষ্টিকে তার রূপটাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। রায়হান অপলক হয়ে দেখে রূপাকে। নিজের বোন ছাড়া এভাবে এই প্রথম কোন মেয়েকে দেখে সে।

মাঝে মাঝে রূপা আড়চোখে দেখে রায়হানকে। শ্যামবরণ হলেও দেখতে বেশ ভালো। স্মার্ট তার ওপর দীর্ঘ পেশীবহুল মায়া ভরা চোখ মনের মাঝে ঝড় তোলে রূপার।

রূপা বলল, 'আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'গরীবের আবার পরিবার!'

'গরীব-বড়লোকের ভেদাভেদ করে আমাকে আপনি কষ্ট দেবেন না।'

'দেখুন, ধনী-দরিদ্র বলেতো একটা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। সেটাকে আপনি কাটাবেন কীভাবে?'

'তা হয়তো পারবো না। তবে আমি নিজেতো এই বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো।'

'চেষ্টা করুন।' কথাটিকে কেমন যেন পাত্তা দেয়না রায়হান।

'আমি জানি সেটা পারবো। আর যাই হোক, সবার সাথে আমার তুলনা করলে তা হবে ভুল ভুল এবং ভুল।

'আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথা মানলাম।'

রূপা বলল, 'এটা মানামানির কিছু নয়। আমি প্রমাণ করে দেবো ধনী-দরিদ্রদের মাঝে কোন তফাৎ নেই।'

'সমাজে এমন কেউ কেউ থাকে যারা প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে বদলাতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়।'

'আচ্ছা, বাদ দেনতো এসব কথা। আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ছানে রায়হান। বলল, 'আমার জীবনের ইতিহাস অনেক লম্বা। যা বলা শুরু করলে গন্তব্যে পৌঁছে গেলেও কথা শেষ হবে না।'

'আপনি বলুন।, আমি শুনতে চাই।'

' কেন বলুনতো? আমার জীবন কাহিনী শুনে আপনার কী লাভ?'

'আমিতো সবকিছুর ভেতরে লাভ-লোকসানের হিসাব খুঁজি না।'

'আসলে সেভাবে বলতে চাইনি। কী দরকার বলুন আমার এ উপাখ্যান জেনে?'

'আপনি যা-ই বলুন, আমি জানতে চাই। কারণ অন্যের দুঃখ কষ্টের কথা শুনে যদি আমার দুঃখ কিছুটা হালকা করতে পারি।'

'তাহলে আর আপত্তি করবো না। শুনুন।' রায়হান একের পর এক বলতে থাকে তার ফেলে আসা অতীত। সে অতীতের কাহিনী শুনতে শুনতে কখনযে রূপার চোখ থেকে কয়েক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তা সে নিজেই জানে না। রায়হান খেয়াল করে ব্যাপারটা। বলল, 'কী আশ্চর্য আপনি কাঁদছেন?'

এক হাত দিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাত দিয়ে চোখ মোছে রূপা। 'না না; কিচ্ছু না। আচ্ছা আপনি বললেন শুধু টাকা-পয়সার জন্যে আপনি সংসার ছেড়েছেন। টাকা আপনার সুখের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন।' বলল রায়হান।

চলবে...

রথের মেলা

শংকর সাহা

বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই বিনোদিনীর জীবনের সংজ্ঞাটিই পাল্টে যায় । স্কুল জীবনে শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল আলাদা। স্বপ্ন ছিল বিয়ের পরেও লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। বাবা বলতেন,"শিক্ষা যেন জীবনের বন্ধ জানালাগুলো খুলে দেয়।"কিন্তু আজ সময়ের কালক্রমে সব যেন অতীত। শ্বশুর বাড়ি আজ যেন বিনোদিনীর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত। দোতলার কোণের রান্না ঘরটিই আজ তার ঠিকানা। মুখ বুঝে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একভাবে খেটে যায় বিনোদিনী।বাবা শিখিয়ে দিয়েছিলেন," ওনারা বড়লোক। সাথে গুরুজনও বটে। কখনো যেন ওনাদের কথার অন্যথা না করে সে। সেদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল ।বিকেলে আলমারির তাক থেকে রবিঠাকুরের গল্পগুচ্ছ হাতে নিয়ে দুচোখে জল ভরে আসে তার। আজ সময়ের অভাবে পড়ার সময় টুকুও হারিয়ে ফেলেছে সে। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। এখানে স্কুলের মাঠে বড় মেলা বসে। শৈশবে প্রায় প্রতিবার বাবার সাথে রথের মেলায় আসতো বিনোদিনী। অফিসে যাবার সময়ে খেতে দিতে দিতে শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বিনোদিনী বলে, " শুনছ, আজ অফিস থেকে একটু বেরোবে? আজ না ভেবেছি মেলায় যাবো" শুভেন্দু কোনো কথা বলেনা শুধু মাথা নাড়িয়ে অফিসে বেরিয়ে। শুভেন্দু বেরিয়ে গেলে সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নেয়।" বিকেল তখন পাঁচটা। বাইরের জানালা দিয়ে একভাবে তাকিয়ে থাকে সে কখন শুভেন্দু ফিরবে বলে? রাস্তা দিয়ে কত লোক মেলায় যাচ্ছে! ঘড়ির কাঁটা ক্রমশঃ এগিয়ে চলে।সন্ধ্যে হতেই বিনোদিনী বুঝতে পারে শুভেন্দু আজও তাড়াতাড়ি ফিরবেনা। তখন রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে। জানালার পাশ দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিনোদিনী। আর একভাবে তাকিয়ে থাকে সমস্ত মানুষগুলোকে যারা সকলে রথের দড়ি টানছে। তার চোখটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে শৈশবের দিনগুলোর কথা। রাত্রি তখন নটা। বিনোদিনী রান্না ঘরে কাজ করছে হঠাতই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাতই থেমে যায় শুভেন্দু। রান্না ঘরের সামনে গিয়ে বলে, "সরি!আজ অফিসে মিটিং ছিল" বিনোদিনী কোনো কথা বলেনা। শুধুই সকলের অলক্ষ্যে চোখের জলটি মুছে নেয়..

প্রত্যাশিত পূণ্য-ধাম

মহবুবুর রহমান

বাস্তব নিরীক্ষণ তব, গুরুজী হে অমর্ত্য,
ওঁরা অজ্ঞ,ভারত যে ঐতিহাসিক পূণ্য তীর্থ।
ওঁদের শুধু চাই ক্ষমতা, শুধুই আত্ম-স্বার্থ,
আসলে ওঁরা তো উন্নয়নে পুরাই ব্যার্থ।
তাই ওঁদের পূঁজি এই সেই,...হিন্দু রাষ্ট্র,
ওঁরা রাজনৈতিক অপরিপক্ক, পথভ্রষ্ট।
তাঁরা জানে না বহু পুষ্পরাজির আবাস,
নানাবিধ ফুলের মিশেলে বাগানে ঐ সুবাস।
বহু জাতির মিলনমেলা মোর এ ভারতবর্ষ,
ঐক্যই শক্তি,ঐক্যই বল,...বিষাদেও হর্ষ।
এ দেশ আমার,এদেশ তোমার,এদেশ সবার,
এদেশ রাম-রহিমের,..মোদের একই সংসার।
মোরা সব ভাই ভাই, উন্নয়নের পথেই ধাই,
মোরা সব ঐক্যবদ্ধ,....ধর্ম-দ্বন্ধ,বিরোধ নাই।
গলে মিলি, সহযোগি,ওড়াব মোরা তেরঙ্গা,
সার্বভৌম শক্তিধর ভারত, নির্মূল সমূহ দাঙ্গা।
বিনাশিবো সুদ,ঘোষ,অপহরণ,মদ ও জোয়া,
সত্য পাবে প্রতিষ্ঠা, নিশ্চিহ্ন সব মিথ্যা ও ভূঁয়া।
থাকবে না ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, হানাহানি,
মোরা হব বিশ্বগুরু,করবো না কো মানহানি।
সমূহ অপশক্তির নীলনকশা হবে ধুলিসাৎ,
সমূহ শত্রুদল হবে ধ্বংস,নিন্দুক ঐ পশ্চাত।
মোরা সত্যে অটল,অবিচল,করবো বিশ্বজয়,
শ্রষ্টার কৃপাভরে হবো রোল মডেল, দুর্জয়।
কাঙ্ক্ষিত,ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যয়,
স্বাধীন ভারত,....আজাদ সুভাষের নীলয়।
এটাই ভবিষ্যত ভারত, প্রত্যাশিত পূণ্য-ধাম।
এরই স্বপ্নদ্রষ্টা সব বিপ্লবী,... গান্ধীজী-আবুল কালাম।

আদর্শ ছাত্র

সামিম আকতার

আমি আদর্শ ছাত্র হতে চাই
মুখ থেকে মধু ঝরবে তাই
পাঠ্য বইয়ের কথাগুলো
শিক্ষকের হৃদয় এর মূলো
শিক্ষকের হৃদয়ের মূলে আমি স্বপ্ন
আবেগী কথায় লালিত পালিত করে যত্ন
শিক্ষকের মনের আকাশে আমি রত্ন
তাইতো আমি ভীষণভাবে পড়াশোনায় রাখি যত্ন।

ছড়া-ছড়ি

রিচার্জ

সারিউল ইসলাম

হঠাৎ শুনি ভোটের পরে
বাড়লো ফোনের রিচার্জ,
তখন থেকেই দেখছি আমি
ফোনে সর্বদা ফুল চার্জ।
ইলেক্টোরাল বন্ডে কোটি
গেল কোম্পানির ভাই,
তাহার দিগুন তুলতে হবে
চাঁদা দিয়েছে তাই।
ভারত সঞ্চার চন্দ্রযানে
স্পিড দিতে পারে,
পৃথিবীতে এলে তাহা
তলানিতে গিয়ে পড়ে।
প্রজাদেরকে খাও লুটে
রাজা চুপ করে আছে,
রক্ত হবে পানি খেটে
প্রজার জীবন গেছে।
রিচার্জ যদি না করো ভাই
ফোন হবে বন্ধ,
ফোন বন্ধ হলে জীবন
প্রজার হবে অন্ধ।

ওরে মন

সৌমেন্দু লাহিড়ী

সাধের বাড়ি, সখের গাড়ি
রইবে সেসব যে যেখানে,
মৃত্যু পরে ছুটবি রে তুই
জাহান্নাম বা জান্নাতপানে।
যেমন কর্ম করবি রে তুই
সুন্দর এই পৃথ্বী পরে,
তেমন পাবি ফল রে ভাই
মরণ পরে পরপারে।
যত ভালো কর্ম পারিস
ততই কর মানব তরে,
নইলে তোর জীবন বৃথা,
স্মরবে না কেউ তোরে পরে।
অর্থকড়ি জমিদারি
যাবেনা কেউ ওই ওপারে,
সেথায় যেতে হয় একা
নিঃস্ব হয়ে একেবারে।
গন্তব্যস্থান ঠিক যিনি
করেন তাঁরে সবাই চেনে,
মহীর মালিক ব'লে তাঁরে
মনে প্রাণে মানুষ মানে।।

মহরম

বাপি ফকির (প্রতিবন্ধী)

হাসান ও হোসেন
দিন মোর ইসলামের
জন্য জীবন দিলো।
যারা মারিলো তাদের
হলো না মনের ব্যথা।
তারা কি জানে না
নবীজির বংশধরদের
মারলে আল্লা খুশি হবে না।
তাদের মনে নেই
যে নবী সৃষ্টি না হলে
এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি হতো না।
নবীজি সারা জীবন ধরে
অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।
হাসান ও হোসেন এই
অন্যায়ে প্রতিবাদ
করার জন্য জীবন দিতে হলো।
এজিতের মনে নেই
তাকে মারতে গেলো।
নবীজী যখন খতবা দিতেন
সেই সময় হাসান ও হোসেন
নবীজি পীঠে উটতেন।
তখন তিনি খদবা বন্ধ করতে না
নবীজি ঘোড়া হতেন
হোসেন ও হাসান তাতে
সোয়ার হতেন।
এজিত কাফের
সয়তানের ধোঁকায়।
পড়ে মহররম মাসের
10 তারিখে সোহিত করে
হোসেন ও হাসানকে।

ঝাপসা কালো

আসগার আলি মণ্ডল

মেঘলা আকাশ বইছে বাতাস
যাচ্ছে পাটে রবি
মনের কোণে ছন্দ জাগে
দেখে এসব ছবি।
খালের জলে আলোর ঝিলিক
দোলে তরু ছায়া
কাছের দূরের বৃক্ষরাজির
ঝাপসা কালো কায়া।
আসবে ঝেঁপে বৃষ্টি বুঝি
ভিজবে রুক্ষ ধরা
হাসবে শত মাঠের চাষি
কাটবে দুঃখ-খরা।

দায়-দায়িত্ব

মহসীন মল্লিক

এদেশে আমার জন্ম সবুজাভ কুঠিরের কোণে
বাড়িটায় চাঁদ যেন মিটিমিটি হাসে সকলের মনে।
পুরো পরিবারে আমি তখন সন্তান যে একজনা
হাসিখুশি হিল্লোল উৎসবে মেতেছে উন্মাদনা।

ধীরে ধীরে সকলের স্নেহ মেখে হয়েছি বড়ো
আমায় অনুসরণে শিশুরাও হতে থাকে দড়ো।
বাবা মার স্বপ্ন পূরণে ধীরে ধীরে শিক্ষক হয়ে
গড়েছি হাজার ছেলে-মেয়ে মানুষ করে শুধি দায়।

আষাঢ় এলো

শারমিন

আষাঢ় এলো রিমিঝিম বৃষ্টি নিয়ে
সাজলো পাতা জলের ফোঁটা দিয়ে,
মেঘবালিকা উড়ে যায় ভীন দেশে
হঠাৎ সূর্যমামা উঁকি দেয় মুচকি হেসে।

ব্যাঙেরা সব ডাকছে একসাথে মিলে
টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে ঐ দেখ বিলে,
বৃষ্টি পেয়ে বৃক্ষলতা পায় যে পরম সুখ
গাছের ডালে পাখির বাসায় নামে দুখ।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারায়
বৃষ্টির ছন্দে ছন্দে মনটা সুখে হারায়,
নতুন সতেজ রূপ নিয়ে প্রকৃতি সাজে
আষাঢ় এলো সূর্যমামা লুকায় লাজে।

ইউরো ২০২৪

টাইব্রেকারে পর্তুগালকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ফ্রান্স, ইউরো থেকে রোনাল্ডোর বিদায়

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স ০:০ পর্তুগাল (টাইব্রেকারে ৫-৩ ব্যবধানে জয়ী ফ্রান্স)
হয় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, নয়তো কিলিয়ান এমবাপ্পে– একজনের জন্য বিদায়ের মঞ্চটা প্রস্তুতই ছিল। ছিল আট বছর আগে ইউরোর ফাইনাল খেলা ফ্রান্স ও পর্তুগালের নানা অংকও।
জার্মানির হামবুর্গে ইউরো ২০২৪-এর কোয়ার্টার ফাইনালে আজ সেই অংকটা মিলিয়েছে ফ্রান্স। গোলশূন্য ১২০ মিনিটের পর টাইব্রেকারে পর্তুগালকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স।
পর্তুগালের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের সঙ্গে ঘটেছে রোনাল্ডোর ইউরো অধ্যায়ের সমাপ্তি। এটিই ক্যারিয়ারের শেষ ইউরো বলে আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন পর্তুগিজ তারকা।
মঙ্গলবার মিউনিখে প্রথম সেমিফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানিকে ২-১ গোলে হারায় স্পেন।
ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ানোর পর পর্তুগালের বড় ভরসা ছিলেন গোলকিপার দিয়েগো কস্তা, যিনি আগের ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে টাইব্রেকারে তিনটি সেভ করেছিলেন। তবে এ যাত্রায় কস্তা একটি সেভও করতে পারেননি। টাইব্রেকার শট সেভ করতে পারেননি ফ্রান্সের মাইক মাইক মাইনিয়ঁও। তবে জোয়াও ফেলিক্সের নেওয়া পর্তুগালের তৃতীয় শট পোস্টে লেগে মিস হলে সেটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়।
এর আগে ম্যাচের ১২০ মিনিট ছিল উত্থান-পতনময়। অনেকটা দুই দলের শেষ আটে ওঠার পথের মতোই। গ্রুপ পর্বে মাত্র এক ম্যাচ জেতা ফ্রান্স শেষ ষোলোয় বেলজিয়ামকে হারিয়েছিল ১-০ গোলে। আর গ্রুপে জর্জিয়ার কাছে হারা পর্তুগালকে শেষ ষোলোয় স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে জিততে অপেক্ষা করতে হয়েছে টাইব্রেকার পর্যন্ত। তবে আজকের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথমার্ধে বল দখলে, পাসে এগিয়েছিল পর্তুগালই। যদিও গোলের সমূহ সম্ভাবনা তৈরি করা কোনো আক্রমণ করতে পারেননি রোনাল্ডো, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, বের্নার্দো সিলভারা।
প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে, রান্দাল কোলো মুয়ানি, আঁতোয়ান গ্রিজমানরাও। দুই গোলকিপারের বড় পরীক্ষাবিহীন এই ৪৫ মিনিটের উল্লেখযোগ্য আক্রমণ বলতে ২১ মিনিটে ফ্রান্সের থিও এরনান্দেজের দূর থেকে নেওয়া শট, যা তেমন কোনো চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারেনি কস্তাকে। এ সময়ে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি রোনাল্ডো বা এমবাপ্পেও।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটাও ছিল প্রথমার্ধের মতো। তবে ম্যাচের বয়স ঘণ্টার কাঁটায় পৌঁছানোর পর তিন মিনিটের মধ্যে দুটি দারুণ সুযোগ তৈরি করে পর্তুগাল। ৬২ মিনিটে জোয়াও কানসেলোর দারুণভাবে বাড়ানো বল ধরে ব্রুনো ফার্নান্দেজ পেনাল্টি বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শট নেন। তবে একটু আগেভাগে নেওয়া শটটি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে প্রতিহত করেন ফ্রান্স গোলকিপার মাইনিয়ঁ। দুই মিনিট বাদে ভিতিনিয়ার সোজাসুজি নেওয়া শটও প্রতিহত হয় তাঁর হাতে। ফিরতি বল রোনাল্ডো পান পোস্টের এক পাশে, পায়ের টোকায় জালে পাঠাতে চাইলেও মরীয়া মাইনিয়ঁর গায়ে লেগে আবার বাধাপ্রাপ্ত হয়।
পর্তুগালের জোড়া সুযোগের পর গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ফ্রান্সও। ৬৬ মিনিটে কোলো মুয়ানি অনেকটাই একা পেয়ে যান কস্তাকে, কিন্তু মাঝে রুবেন দিয়াজে আটকে যান তিনি। বল যায় পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে। এর পাঁচ মিনিট পর এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার সামনেও বাধা ছিল শুধু পর্তুগাল গোলকিপার। কিন্তু তাড়াহুড়ায় শট নিয়ে তিনিও বল পাঠান বাইরে দিয়ে।
দশ মিনিটের মধ্যে দুই দলের চারটি সুযোগ নষ্টের মাধ্যমে খেলা বেশ জমে ওঠে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও ফিরে আসে 'আগে রক্ষণ' সামালের মন্ত্র। নব্বই মিনিটের মধ্যে আর কোনো বড় সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউই।
অতিরিক্ত সময়ের খেলায় তৃতীয় মিনিটেই ভালো সুযোগ আসে রোনাল্ডোর সামনে। কাইসেদোর বাড়ানো বল আট গজ দূরে পেয়ে প্রথম স্পর্শেই জালে পাঠানোর চেষ্টা করেন তিনি। আর তাতে বল উঁচু হয়ে চলে যায় পেছনের গ্যালারিতে।
বাকি সময়ে দু দলের কেউই আর বড় সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেননি। এর মধ্যে এমবাপ্পেকে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় ভাগে বদলি করে ফেলেন ফ্রান্স কোচ। খেলার শেষ মিনিটে সুযোগ এসেছিল দুদলের সামনে। যদিও সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি কোনো পক্ষই।
সেটা না হওয়াতেই খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। আগের ম্যাচে পর্তুগাল যেখান থেকে হাসিমুখে ফিরলেও এবার হেসেছে প্রতিপক্ষ, ফ্রান্স। সেই সঙ্গে নিয়েছে প্রতিশোধও। ২০১৬ ইউরোর ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের গোলে এই পর্তুগালের কাছেই হেরেছিল ফরাসিরা।

কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনে রেনবো আথলেটিক ক্লাব ২-২ গোলে আটকে দিল মোহনবাগানকে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল আফ্রিকান জিম্বাবুয়ে

আপনজন ডেস্ক: ভারতকে হারাতে কেমন লাগে সেটি ভুলতেই বসেছিল জিম্বাবুইয়ানরা। আট বছর আগে ২০১৬ সালে হারারেতে রুদ্ধশ্বাস এক টি-টোয়েন্টিতে ২ রানে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতকে হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ছয় ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই হেরেছিল জিম্বাবুইয়ানরা। সেই জিম্বাবুয়ে আট বছর পর আজ আবার ভারতকে হারিয়েছে।
হারারেতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ১৩ রানে হারিয়েছে সিকান্দার রাজার দল।
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অবশ্য দ্বিতীয় সারির দলই পাঠিয়েছে জিম্বাবুয়েতে। বিশ্বকাপজয়ী দলের কেউই ছিলেন না এই ম্যাচে। এই ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব শুবমান গিল ও ব্যাটসম্যান রিংকু সিং ভারতের বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে ছিলেন ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে। এই তথ্য অবশ্য জিম্বাবুয়ের জয়ের গল্পে ফুটনোট হিসেবেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত তো এটা ভারতের জাতীয় দলই। শেষ ওভারের পঞ্চম বলে ওয়াশিংটন সুন্দর টেন্ডাই চাতারার বলে ব্লেসিং মুজারাবানির হাতে ক্যাচ তুলতেই 'বিশ্বজয়ের' উল্লাসে মাতে জিম্বাবুয়ের খেলোয়াড়েরা।
১১৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা ভারত ৮৬ রানেই হারিয়ে ফেলে ৯ উইকেট। এরপর সুন্দরের ব্যাটেই রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্বপ্ন দেখছিল ভারত। ১৭তম ওভারের শেষ বলে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে মুকেশ কুমারের বিদায়ের পর খলিল আহমেদ নিয়ে ১৬ রানের জুটি গড়েন সুন্দর। উইকেট আগলে রাখতে অবশ্য অনেকবারই সিঙ্গেল-ডাবলস নেননি এই অলরাউন্ডার। তাতে শেষ ওভারে গিয়ে ভারতের জয়ের সমীকরণটা দাঁড়ায় ১৬ রানের। চাতারার প্রথম চার বলে মাত্র ২ রানই নিতে পারেন সুন্দর। তাতে বড় অবদান ছিল জোনাথন ক্যাম্পবেলের দারুণ ফিল্ডিংয়ের। ডান পাশে অনেকটা দৌড়ে একটি চার বাঁচিয়ে দেন ক্যাম্পবেল। এরপর পঞ্চম বলে ক্যাচ তোলেন ৩৪ বলে ২৭ রান করা সুন্দর। প্রথম ওভারেই জিম্বাবুয়েকে প্রথম উইকেট এনে দেন ব্রায়ান বেনেট। এই পেসারের বলে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ক্যাচ তোলেন অভিষেক শর্মা। ভারতের হয়ে অভিষেকে ৪ বলে কোনো রান পাননি অভিষেক। পাওয়ার প্লেতেই ২৮ রান তুলতে ৪ উইকেট হারানো ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন গিল। ২৯ বলে ৫ চারে এই রান করার পর প্রতিপক্ষ অধিনায়ক সিকান্দার রাজার বলে বোল্ড হন ভারত অধিনায়ক। ১১তম ওভারে দলকে ৪৭ রানে রেখে ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন গিল।
রাজা পরে ফিরিয়েছেন রবি বিষ্ণয় ও মুকেশ কুমারকেও। ২৫ রানে ৩ উইকেট নেওয়া রাজা এর আগে ব্যাট হাতেও করেন ১৭ রান। স্বল্প রানের ম্যাচে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচসেরা জিম্বাবুয়ে অধিনায়কই।
এর আগে জিম্বাবুয়ে করে ৯ উইকেটে ১১৫ রান। ২৫ বলে সর্বোচ্চ ২৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন সাতে নামা ক্লাইভ মাদান্দে। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মেরেছেন ৪টি চার। এ ছাড়া ২০-এর ঘরে রান করেছেন ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে (২২ বলে ২১), ব্রায়ান বেনেট (১৫ বলে ২২), ডিওন মায়ার্স (২২ বলে ২৩)। ভারতের লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণয় ১৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২৫ ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে বিষ্ণয়ের এটিই সেরা বোলিং। এর আগে ২০২২ সালে লডারহিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সী স্পিনার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিষ্ণয়ের ৪ উইকেট এই দুইবারই। এ ছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ১১ রানে উইকেট নেন। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল হারারেতেই।

ভিনিসিয়ুস নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্রাজিলের তূণে এনদ্রিক তিরও আছে

আপনজন ডেস্ক: হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞায় কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলতে পারবেন না ব্রাজিল উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাঁর জায়গায় এই ম্যাচে কে খেলবেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে আগেই। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র জানিয়েছেন, ভিনিসিয়ুসের জায়গায় খেলবেন ১৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার এনদ্রিক।
গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়ামে কলম্বিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করে ব্রাজিল। ম্যাচটিতে হলুদ কার্ড দেখেন ভিনিসিয়ুস। এর আগে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচেও হলুদ কার্ড দেখায় কোয়ার্টার ফাইনালে নিষিদ্ধ তিনি। লাস ভেগাসে আগামীকাল ভারতীয় সময় সকাল ৭টায় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।
ভিনিসিয়ুসের বদলি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দরিভাল বলেন, 'আমরা গুরুত্বপূর্ণ এক খেলোয়াড়কে হারিয়েছি। তবে আমাদের কাছে এক তরুণও আছে, যে সুযোগের অপেক্ষায়। সম্ভবত এখন এনদ্রিকের জ্বলে ওঠার সময়।'
রিয়াল মাদ্রিদে দ্রুতই ভিনিসিয়ুসের

কোপা আমেরিকা

সতীর্থ হবেন এনদ্রিক। চুক্তি হয়ে গেছে আগেই, বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন রিয়ালে। এবার কোপা আমেরিকায় গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের হয়ে সবগুলো ম্যাচেই বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন পালমেইরাস থেকে উঠে আসা এনদ্রিক। দরিভাল তাঁকে নিয়ে বলেছেন, 'এনদ্রিক প্রথাগত ৯ নম্বর নয়, সে খেলা তৈরিও করতে পারে। সে মাঠে দৌড়ে খেলে এবং বিভিন্ন মুভ তৈরি করে।'
ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও কোপায় এ পথ পর্যন্ত আক্রমণভাগে তেমন ভালো খেলতে পারেনি। আক্রমণে ধারাবাহিকতাও খুঁজছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। উরুগুয়ের বিপক্ষে দলের আক্রমণে ধারাবাহিকতা চাইলেন দরিভাল, 'আশা করি আমরা গোল করার ধারাটা ধরে রাখতে পারব। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের (বলের) জোগান দেওয়ার ওপরই মূলত কাজটা নির্ভর করে, যারা সুযোগটা কাজে লাগাবে, প্রতিপক্ষের রক্ষণসীমায় ঢুকে শেষ বাধাও টপকে যাবে...এটার ব্যত্যয় ঘটবে না।'
উরুগুয়ে কোচ মার্সেলো বিয়েলসাও সংবাদ সম্মেলনে ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে কথা বলেছেন। আর্জেন্টাইন এই কোচের মতে, ভিনিসিয়ুসের বদলি হিসেবে ব্রাজিল যাঁকেই মাঠে নামাক, তাঁকে নিষ্ক্রিয় রাখা খুব সহজ হবে না, 'মনে হয় না এটা (ভিনিসিয়ুসের অনুপস্থিতি) কোনো প্রভাব ফেলবে। ব্রাজিলে উইঙ্গারের অভাব নেই...তাই ভিনিসিয়ুসের বদলি যে-ই আসুক, তাকে নিষ্ক্রিয় রাখাটা সহজ হবে না।'

মাঠে হার্ট অ্যাটাক করা মিশরের ফুটবলারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: খেলা চলাকালীন মাঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন আহমেদ রেফাত। এটা গত মার্চের ঘটনা। মিশরের এই ফুটবলার আজ সকালে ৩১ বছর বয়সে মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দায়িত্বরত চিকিৎসক। (ইন্না লিল্লাহি...)। রেফাত মিশর জাতীয় দলের খেলোয়াড়। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সতীর্থ ও লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ

সালাহ। মিসরের হয়ে ৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা রেফাত ক্লাব পর্যায়ে খেলছিলেন ঘরোয়া ক্লাব মডার্ন ফিউচারে। গত ১১ মার্চ ফিউচার-ইত্তিহাদের ম্যাচের সময় শেষ দিকে হঠাই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাচ স্থগিত করে রেফাতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জানা যায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছিল রেফাতের। ৯ দিন কোমায় ছিলেন তিনি। একপর্যায়ে বাসায় ফিরে গেলেও রেফাত আর মাঠে ফেরেননি।

পর্তুগালের জার্সিতে রোনাল্ডো কি শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন, যা বললেন কোচ

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে এখনই 'বিদায়' বলছেন অনেকে। কিন্তু রবার্তো মার্তিনেজ আপাতত তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না। পর্তুগালের এই কোচের মতে, জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেননি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। হামবুর্গে গতকাল রাতে ফ্রান্সের কাছে টাইব্রেকারে ৫-৩ ব্যবধানে হেরে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে পর্তুগাল। এ ম্যাচই পর্তুগালের হয়ে ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডোর শেষ ম্যাচ–'আগেভাগে'ই এমন কিছু ভেবে নিতে নিষেধ করলেন পর্তুগাল কোচ মার্তিনেজ।
নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ব্যবধানে সমতায় ছিল ফ্রান্স ও পর্তুগাল। অতিরিক্ত সময়ে গোলের দারুণ সুযোগ নষ্ট করা রোনাল্ডো অবশ্য পর্তুগালের হয়ে টাইব্রেকারে প্রথম শটে লক্ষ্যভেদ করেন। সংবাদ সম্মেলনে মার্তিনেজের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, পর্তুগালের হয়ে এটাই রোনাল্ডোর শেষ ম্যাচ কি না? পর্তুগাল কোচ বলেছেন, 'ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই এটা নিয়ে কথা বলাটা একটু আগেভাগেই হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'
পর্তুগালের হয়ে ২১২ ম্যাচে ১৩০ গোল করেছেন রোনাল্ডো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর বেশি গোল কেউ করতে পারেননি, বেশি ম্যাচও কেউ খেলেনি। তবে জার্মানিতে এবার ইউরোয় নিজের হারানো সময় ফিরিয়ে আনতে পারেননি রোনাল্ডো। টাইব্রেকার ছাড়া লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। বড় মাপের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম গোলহীন থেকেই বিদায় নিলেন রোনাল্ডো। শুধু কি তা-ই, ইউরোয় এক আসরে সর্বোচ্চসংখ্যক শট নিয়েও গোল না পাওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডে যৌথভাবে ভাগও বসিয়েছেন রোনাল্ডো। ১০টি শট নিয়ে একটি গোলও পাননি। ২০১৬ ইউরো এমন কেটেছিল বেলজিয়ামের মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইনার। পর্তুগালের হয়ে ২০১৬ ইউরোজয়ী রোনাল্ডো এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলেন কি না, সেটাই দেখার বিষয়। তখন তাঁর বয়স হবে ৪১ বছর। তবে রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারে এটাই যে শেষ ইউরো, তা তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। শেষ ষোলোয় স্লোভেনিয়াকে হারানোর পর রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো ইউরো খেলতে আসা রোনাল্ডো বলেছিলেন এবারই শেষ, 'কোনো সন্দেহ নেই অবশ্যই এটাই শেষ (ইউরো। তবে আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে না। ফুটবলের সবকিছুই আমাকে প্রভাবিত করে। খেলাটির প্রতি এখনো আমার যে উৎসাহ, দর্শকের আগ্রহ, পরিবারকে পাওয়া, লোকজনের ভালোবাসা...ব্যাপারটা আসলে ফুটবল-বিশ্ব ছেড়ে যাওয়া নয়। আমার জেতার বা করার জন্য আর কীই-বা বাকি আছে?'
ফ্রান্সের কাছে পর্তুগালের হারের পর রোনাল্ডোর হাত জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ পেপে। রোনাল্ডো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁকে কী বলেছেন, এ প্রশ্নের উত্তরে টিভি চ্যানেল ক্যানাল ১১-কে পেপে বলেছেন, 'আমি এটা জনসমক্ষে বলব না। তবে আমরা কষ্টটা টের পাচ্ছি। অনেকে যা ভাবছে তার বিপরীত। ম্যাচটি জিততে না পারার হতাশা পোড়াচ্ছে আমাদের। দলে অনেক ভালো প্রতিভা আছে জানার পরও এমন বড় একটি টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, এ কষ্টই আমাদের পোড়াচ্ছে।'
পর্তুগাল জাতীয় দলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ৪১ বছর বয়সী পেপে বলেন, 'ভবিষ্যতে এটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাব। এখন কথা বলতে চাই না। কারণ, লোকে তাহলে প্রক্রিয়া ভুলে আগামীকাল আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলবে।'
রোনাল্ডো পর্তুগালের হয়ে ৯ ম্যাচে গোলবঞ্চিত। তবে ফ্রান্সের বিপক্ষে দারুণ এক সুযোগ নষ্ট করেছেন অতিরিক্ত সময়ে। ফ্রান্সিসকো কনসেইকাওয়ের কাট ব্যাক পেয়েছিলেন বক্সের মধ্যে। সুবর্ণ সুযোগ বুঝেও গোল করতে পারেননি। ক্রসবারের ওপর দিয়ে মেরেছেন।

মার্তিনেজকে বিশ্বের সেরা গোলকিপার বললেন মেসি

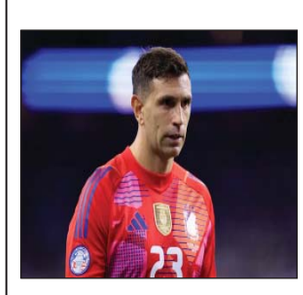

আপনজন ডেস্ক: এমিলিয়ানো মার্তিনেজের নিশ্চয়ই এখন খুশির অন্ত নেই! লিওনেল মেসিকে শুধু তাঁর সতীর্থ বললে কম বলা হয়। মেসিকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন মার্তিনেজ। আর সেই ভালোবাসার কথা বলেছেন বহুবার। মেসিও সতীর্থের অকুণ্ঠ ভালোবাসার জবাবে সমর্থন এবং ভালোবাসাই জানিয়েছেন। এবার সেই মেসির মুখ থেকে বের হলো মার্তিনেজের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত কথাটি। গোলকিপার হিসেবে মার্তিনেজ নিজেকে যে উচ্চতায় দেখতে চান, মেসি তাঁকে সেখানেই বসিয়েছেন। বলেছেন, বিশ্বের সেরা গোলকিপার! মার্তিনেজের সর্বশেষ কীর্তি নিশ্চয়ই জানা। গতকাল বাংলাদেশ সময় সকালে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে আর্জেন্টিনার জয়ের নায়ক হয়ে ওঠেন মার্তিনেজ। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র ছিল। শুধু কোয়ার্টার ফাইনালই নয়, গ্রুপ পর্বে চিলির বিপক্ষে ম্যাচেও দারুণ দুটি সেভ করেছিলেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা দলে ২০২১ সালে অভিষেকের পর থেকেই টাইব্রেকারে অজেয় এই গোলকিপার। জাতীয় দলের হয়ে চারটি টাইব্রেকার শুটআউটে দাঁড়িয়ে জিতেছেন সবই। এর মধ্যে গতকাল সর্বশেষ টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার হয়ে প্রথম শটটি মিস করেছিলেন মেসি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**